ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 April, 2021 ■ আগরতলা, ১৪ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ৩১ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেবী বাসন্তীর প্রতিমায় চলছে শেষ পর্যায়ের তুলির টান। মঙ্গলবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

রাজ্যের সাতটি স্থানে ইডির হানা, বাজেয়াপ্ত ভারতীয় ৮০ এবং বাংলাদেশি ৩০ লক্ষ টাকা

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : ত্রিপুরায় সাতটি স্থানে অভিযান চালিয়ে বেআইনি লেনদেনে মজুত রাখা ভারতীয় মুদ্রায় ৮০ লক্ষ টাকা এবং বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে ইডি ও ত্রিপুরা পুলিশ। হাওয়ালা ট্রেডের সাথে ওই অর্থের যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, আগরতলায় বটতলা বাজারের কাপড় ব্যাবসায়ী এবং সোনামুড়া মহকুমায় এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালিয়েছেন ত্রিপুরা পুলিশের বিশেষ দল ও ইডি-র আধিকারিকরা। অভিযানে নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে।

ত্রিপুরা পুলিশের এআইজি জানিয়েছেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে ইডি আজ ত্রিপুরা পুলিশকে সাথে নিয়ে সাতটি স্থানে অভিযান চালিয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও সোনামুড়া মহকুমায় ওই অভিযান চালানো হয়েছিল। তিনি বলেন, এফইএমএ ১৯৯৯ অধীনে ভারতীয় মুদ্রার ৮০ লক্ষ টাকা এবং বাংলাদেশি ৩০ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁর দাবি, তদন্ত চলছে।

রাজ্যে করোনায় নতুন সংক্রমিত ৬২, সক্রিয় ২৭৩

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.)।। ত্রিপুরায় বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, ফের গত বছরের মতোই করোনা তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬২ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। ফলে বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২৭৩। স্বাভাবিকভাবেই বেড়েছে করোনা আক্রান্তের হার।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআর ৫৩৯ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১,৫৬০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আরটি-পিসিআর ২৫ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৩৭ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে মোট ৬২ জন গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

তবে স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ২২ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ২৭৩ জন।

বাইপাস থেকে নিখোঁজ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। ১৭ বছর বয়সের যুবক নোমান হোসেন। বাজারে পান কিনতে এসে আর বাড়ি ফেরা হয়নি তার। নিখোঁজ হয়ে গেল বিশালগড় থানাধীন নারাউরাস্থিত বাইপাস সড়ক থেকে। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় নারাউরা এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা গেছে বেলা ১১টা নাগাদ বাইসাইকেল নিয়ে বিশালগড় বাজারে আসে বিদ্যুৎ বিল দিতে ও পান কেনার জন্য। কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে আচমকা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে সে।নোমানের বাড়ি ফিরতে দেরি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস ঃ ২৩টি মামলা তিপ্রা মথার সমর্থকদের বিরুদ্ধে

নিয়ন্ত্রণ নেই প্রদ্যুতের দাবি করে রাজভক্তির ব্যাখ্যা চাইল বিজেপি

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.)।। এডিসি নির্বাচনের পর ত্রিপুরায় লাগাতার সন্ত্রাসের ঘটনায় ২৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তার মধ্যে ২৩টি মামলা তিপ্রা মথা-র সমর্থকদের বিরুদ্ধে রুজু করা হয়েছে। এ-বিষয়ে বিজেপি'র ত্রিপুরা প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য কটাক্ষের সুরে বলেন, তিপ্রা মথা-র প্রধান প্রদ্যুত কিশোরের সমর্থকদের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। তাছাড়া, শুধুমাত্র বিজেপি-কে নিশানা করা হচ্ছে, মহারাজ বীরবিক্রমের ছবি দুষ্কৃীরা ভাঙছে। এতে রাজভক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিপ্রা মথা-র পেছনে সিপিএম-এর ইন্ধন রয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি। নবেন্দু জানতে চেয়েছেন, শুধু বিজেপি কার্যালয় এবং কার্যকর্তারাই নিশানা হচ্ছেন, বিরোধী সিপিএম-কে কেউ আক্রমণ করছে না কেন?

নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, প্রত্যেক নির্বাচনের পর সন্ত্রাস ত্রিপুরায় সিপিএম-এর সংস্কৃতি ছিল। অথচ, ২০১৮ সালে নির্বাচনের পর বিজেপি ক্ষমতায় এসে সেই পরিস্থিতিতে পরিবর্তন এনেছে। তাঁর দাবি, ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কোনও উদাহরণ নেই। কারণ বিজেপি ত্রিপুরা থেকে সেই সংস্কৃতি মুছে ফেলতে চাইছে। কিন্তু এডিসি নির্বাচনের পর পুনরায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ কায়েম হয়েছে। তাঁর কথায়, আগেও বলেছি তিপ্রা মথা-র পেছনে সিপিএম-এর ইন্ধন রয়েছে। আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে, সমর্থকদের উপর প্রদ্যুত কিশোরের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

আজ তিনি জানতে চেয়েছেন, মহারাজা বীরবিক্রমের ছবি নষ্ট করে কেমন রাজভক্তির পরিচয় দিচ্ছেন তিপ্রা মথা-র সমর্থকরা? নবেন্দুর অভিযোগ, বিজেপি-র বিভিন্ন কার্যালয়ে মহারাজা বীরবিক্রমের ছবি, মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এ-ধরনের নোংরা কাজকর্মের পেছনে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। রাজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টির ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছে। তাঁর সাফ কথা, তিপ্রা মথা-র সমর্থকদের সন্ত্রাসের পেছনে উস্কানি রয়েছে।

বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র ভট্টাচার্য বলেন, ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনের পর সন্ত্রাসের ঘটনায় ২৩টি মামলা তিপ্রা মথা, একটি সিপিএম এবং একটি মামলা বিজেপি- সমর্থকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে। তিনি বলেন, পুলিশ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিক, চাইছে বিজেপি। তবে, তিপ্রা মথা-র সমর্থকদের সন্ত্রাসের ঘটনায় রাজভক্তি নিয়ে প্রদ্যুত কিশোরের ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। কারণ, সমর্থকদের তিনি কী বোঝাচ্ছেন তা আমাদেরও জানার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, এডিসি নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তিপ্রা মথা-র সমর্থকদের অরাজকতার জবাব জনগণ নিশ্চয়ই দেবেন।

বাংলা নববর্ষে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে পূজা হবে, হালখাতা যাত্রা করানো যাবে

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : বাংলা নববর্ষে এ বছর লক্ষীনারায়ণ মন্দিরে যথারীতি পূজার্চনা হবে। নববর্ষে হালখাতা যাত্রার কাজও চলবে। ধারণা করা হচ্ছে, মন্দিরের সামনে মূল রাস্তায় বসবে মেলাও। গতবছর করোনা-র প্রকোপে লকডাউনে মন্দির-মসজিদ সহ সব ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। রাজধানী আগরতলা শহরের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরেও গতবছর ভক্তদের কোনও ধরনের সমাগম হতে দেয়নি প্রশাসন। শুধুমাত্র নিয়মমাফিক পুজো হয়েছে। প্রসঙ্গত, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সহ রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিবছর নববর্ষে এবং অন্যান্য পুণ্যতিথিতে ব্যবসায়ীরা হালখাতা যাত্রা করাতে আসেন।

প্রতিবছর সকাল থেকেই মন্দিরে উৎসবের মেজাজে চলে হালখাতা লেখার কাজ। মঙ্গলবার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ভাস্কর ভট্টাচার্য জানান, এখন পর্যন্ত মন্দির বন্ধ রাখার ব্যাপারে প্রশাসনের তরফে কোনও ধরনের নির্দেশ নেই। নববর্ষের দিন যথারীতি মন্দিরে পূজা পার্বণ হবে এবং হালখাতাও যাত্রা করানো যাবে। তবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে যাবতীয় বিধি মেনে হালখাতা যাত্রা করানো হবে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে হালখাতা যাত্রা করার জন্য আসতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

লক্ষীনারায়ণবাড়িতে বাংলা নববর্ষে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হলেও মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসবে কিনা তা নিয়ে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যাচ্ছে না। কেননা এ বিষয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও ধরনের নির্দেশ জারি করা হয়নি।

বিদ্যাসাগর বাজারে সিপিএম পার্টি অফিসে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বনকুমারিতে সিপিআইএমের অঞ্চল অফিসে হামলা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা।রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। এপুরা শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে পাহাড়ি এলাকায় যেমন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু হয়েছে ঠিক তেমনি সমতলএলাকাতেও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ।

সোমবার গভীর রাতে আগরতলা শহর সংলগ্ন বনকুমারিতে সিপিআইএমের অঞ্চল অফিসে দুর্বৃত্তরা হামলা ভাঙচুর এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনার খবর পেয়ে সিপিআইএম ডুকলি বিভাগীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সমর চক্রবর্তী এবং প্রাক্তন ছাত্র নেত্রী নীলাঞ্জনা রায় ঘটনাস্থলে ছুটে যান।

এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের তীর শাসক দল বিজেপির দিকে। সিপিআইএমের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানানো হয়েছে। সরকার পতনের পর এখনো পর্যন্ত বনকুমারিতে সিপিআইএম পার্টি অফিসে পাঁচবার হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত করার মধ্য দিয়ে বিরোধীদের রাজনৈতিক অধিকার এবং মত প্রকাশের অধিকার হরণ করার চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

অবিলম্বে এ ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করতে সরকার এবং প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন সিপিআইএম নেতৃবৃন্দ। বনকুমারিতে সিপিআইএম অঞ্চল অফিসে হামলা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এলাকায় শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ বিনষ্ট করার লক্ষ্যেই এধরনের চক্রান্ত শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় মানুষের।

বনকুমারীতে মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বনকুমারি এলাকায় মঙ্গলবার এক মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রাজ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

মঙ্গলবার সকালেও রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এলাকায় এক মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃত মহিলার নাম ছায়া দত্ত। বয়স ৫১ বছর। ঘরের বারান্দাতেই ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে ওই মহিলা।

আত্মীয় পরিজন জানিয়েছেন তিনি দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ। পরিবারের তরফ থেকে চিকিৎসা করানো হচ্ছে। মঙ্গলবার তাকে চিকিৎসার জন্য শিলচরে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এর মধ্যেই সোমবার রাতে কোন একসময়ে নিজ ঘরের বারান্দায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে ওই মহিলা।

মঙ্গলবার সকালে পরিবারের লোকের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। দীর্ঘ রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই তিনি ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

অল্পেতে রক্ষা রিক্সা সওয়ারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহরের দূর্গা বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ একটি মারুতি অলটো গাড়ির ধাক্কায় একটি রিক্সা দুমড়ে মুড়চে গেছে।

অল্পেতে প্রাণে বেঁচেছেন রিস্কার যাত্রী। রাজধানী আগরতলা শহরে গত তিন চার দিন ধরে চৈত্রের কেনাকাটা করতে মানুষের ভিড় ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ট্রাফিক ব্যবস্থা সামলাতে ট্রাফিক পুলিশ রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা তৈরি করছে একাংশের টমটম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্যান্সার জয় করলেন ষাটোর্ধ আব্দুল মুকিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। ক্যান্সার জয় করলেন কৈলাশহরের টিলাবাজারের বাসিন্দা ৬৫ বছরের আব্দুল মুকিত। ২০১৪ সালে তাঁর গলায় ব্যাথা হয়। তাঁর জর্দা দিয়ে পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। সে বছর নভেম্বর মাসে তিনি প্রথমে কৈলাশহরে ও পরে শিলচরে চিকিৎসা করতে যান। শিলচরে ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়।ক্যান্সার হওয়ায় স্বভাবতই মন ভেঙে পড়েছিল পেশায় পোস্টমাষ্টার আব্দুল মুকিতের। আগরতলায় এসে বর্তমান অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালে ডাঃ অরূপ রায় বর্মণকে দেখান তিনি। ২০১৫ সাল থেকে রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপি দেওয়া শুরু হয়। ক্রমে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করা হয়। এবছর ৮ এপ্রিল তাঁর বেরিয়াম সোয়ালো এ'-রে করা হয়। তাতে এবারও ধরা পড়ে তাঁর শরীরের কোথাও ক্যান্সার নেই। তাঁর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খয়েরপুরে টমটম চালক ও উদয়পুরে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ উদয়পুর, ১৩ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন খয়ের পুরের দুলুরা এলাকা থেকে এক টমটম চালকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম সুকান্ত আচার্য ।দুলুরা এলাকায় মঙ্গলবার সকালে এক টমটম চালকের মৃতদেহ উদ্ধার এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। জানা যায় রাস্তার পাশে একটি জঙ্গল পুরনো জায়গা থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে। সেখানেই টমটম পাওয়া গেছে। এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে গতকাল রাতে টমটম চালক সুকান্ত আচার্য বাড়িতে ফেরেনি। তার বাড়ি মেগলী পাড়া এলাকায়।

মঙ্গলবার সকালে পরিবারের লোকজন খবর পান এলাকায় তার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। মৃতের পরিবারের লোকজনরাও ঘটনাস্থলে যান। সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃতের বাবা বাবুল আচার্য জানিয়েছেন গতকাল রাতে বাড়িতে না এসে এসে কেন সে দুলুরার দিকে গিয়েছিল তা নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ভাবনা আচার্য আরো জানান এক যুবকের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়েছিল। তার নাম নয়ন বর্ধন। সে একজন ঔষধ ব্যবসায়ী। বিষয়টি পরিবারের তরফ থেকে পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে, আজ সন্ধ্যা আনুমানিক পাঁচটার সময় উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের সি পি এম পার্টি অফিসের বারান্দার সামনে এক মানুসিক ভারসাম্যহীন মহিলার মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । এলাকাবাসি প্রথমে মহিলার এই অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে গ্রামের প্রধান সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে খবর দিলে, নেতৃবৃন্দরা আর কে পুর থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে ঘটনা স্থল থেকে অপরিচিত মহিলার মৃত দেহ উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়।

উল্লেখ থাকে যে এই অপরিচিত মহিলা লক ডাউনের আগে থেকেই মাতাবাড়ি এলাকায় ভবঘুরের মতো এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতো। ধারনা করা হচ্ছে হয়তোবা কয়েকদিন ধরে না খেয়ে অথবা রোগের জন্যই মারা যেতে পারে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে।উদয়পুর মহিলা থানার পুলিশ ও রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ যৌথ ভাবে তদন্ত শুরু করেছেন। ভবঘুরে এই মহিলার মৃত্যুতে মাতাবাড়ি সহ উদয়পুর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে প্রদ্যুতের শপথ ২০ এপ্রিল

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সদস্য তথা তিপ্রা মথা-র চেয়ারম্যান প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণ এডিসি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে আগামী ২০ এপ্রিল শপথ নেবেন। জনজাতি কাউন্সিলের মুখ্য কার্যালয় নুয়াই অডিটোরিয়ামে শপথ গ্রহণ সমারোহ অনুষ্ঠিত হবে। ওইদিনই কার্যনির্বাহী সদস্য এবং জনজাতি কাউন্সিলের সদস্যরা শপথ নেবেন। তবে, বিরোধী সদস্যরা ওইদিন শপথ নেবেন বলে এখন-ও নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায়নি।

এদিকে, হালাহালি-আশারামবাড়ি কেন্দ্রে জয়ী প্রার্থী অনন্ত দেববর্মার নাম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রস্তাব করেছেন প্রদ্যুত। প্রসঙ্গত, গত রবিবার তিপ্রা মথা-র জয়ী প্রার্থীরা রাজ্যপালের কাছে কাউন্সিল গঠনের দাবি পেশ করেছিলেন।

প্রথা অনুযায়ী প্রথমে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য শপথ নেবেন। এর পর সমস্ত কার্যনির্বাহী সদস্য শপথ বাক্য পথ করবেন। এদিকে, একজনকে প্রটেম স্পিকারের দায়িত্ব দেওয়া হবে। তিনি সমস্ত জনজাতি কাউন্সিল সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করবেন। এদিন, শপথ নেওয়ার পর মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য সমস্ত কার্যনির্বাহী সদস্যদের সাথে বৈঠক করবেন। তখনই দফতর বণ্টনও করা হবে।

এমনিতে রাজ্যপাল নবগঠিত কাউন্সিলের সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করানোর প্রথা রয়েছে। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে রাজ্যপাল আসতে না পারলে তিনি প্রতিনিধি পাঠাবেন।

জনজাতি কল্যাণ দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, করোনা-র প্রকোপের কারণে শপথ গ্রহণ সমারোহে সীমিত সংখ্যক অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। তবে, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে করোনা মোকাবিলায় সমস্ত বিধিনিষেধ কঠোরভাবে পালন করতে হবে। প্রসঙ্গত, ৩০ সদস্যের জেলা পরিষদে ২৮ জন নির্বাচিত এবং দুজন মনোনীত সদস্য রয়েছেন। এ-বছর ১৮টি আসনে তিপ্রা জোট জয়ী হয়েছে। তাতে, তিপ্রা ১৬টি এবং আইএনপিটি দুটি আসনে জয়লাভ করেছে। অন্যদিকে বিজেপি ৯টি আসনে জয় হাসিল করেছে।

ইতিপূর্বে টানা ১৫ বছর এডিসি-তে বামেরাই শাসন করেছে। ওই সময় তারাই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কিন্তু এবার তারা পুরো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মঙ্গলবার এনসিসির উদ্যোগে প্লাস্টিক বিরোধী জনসচেতনতামূলক টেবলো অনুষ্ঠিত হয়েছে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে। ছবি নিজস্ব।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৮১ ▫ ১৪ এপ্রিল ২০২১ ইং ▫ ৩০ চৈত্র ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ত্রিপুরার চড়ক পূজা

বাংলা ক্যালেন্ডারের পাতায় চৈত্রসংক্রান্তি মানেই বছরের বিদায় দিন। পুরাতন বছরকে বিদায় দিয়া নতুন বছরকে স্বাগত জানাইবার পালা। বিশেষ করিয়া হিন্দু বাঙালিরা চৈত্রসংক্রান্তিতে পরব অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকেন। চৈত্র মাসের শেষ দিক দিয়া প্রতিটি বাড়িতে জামা কাপড় ও অন্যান্য আসবাবপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়।অতীতের যাবতীয় মোহ কালিমা ঘুছাইয়া নতুন বছরকে স্বাগত জানাইবার জন্য বাঙালি প্রাণ মানুষ প্রস্তুত হন। চৈত্র সংক্রান্তির দিনকে আদিকাল হইতেই হিন্দু বাঙালিরা হার বিশু, মহা বিশু হিসেবে পালন করিয়া থাকেন।চৈত্র সংক্রান্তির দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠিয়া পরিবারের প্রত্যেকেই স্নান করিয়া নিমপাতা কিংবা অন্যকোন তেতো জিনিস সেবন করেন। কথিত আছে এই দিন তেতো জিনিস সেবন করিলে রোগ-ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারেনা।পূর্বপুরুষ হইতে চলিয়া আসা এই কথা ডটকমের যুগেও তেতো জিনিস খাওয়ার প্রচলন রহিয়াছে। আবার অনেকে নাড়ু তৈরি করেন। পাচন রান্না করিয়া সেবন করিবার প্রচলনও রহিয়াছে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন অতিক্রম করলেই নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর সময় উপস্থিত হয়। হিন্দু বাঙ্গালীদের কাছে এটি অন্যতম বড় উৎসব মুখর দিন। এদিন প্রত্যেকেই সাধ্যমত ভালো মুখরোচক খাবারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শুধু তাই নয়,

চৈত্র সংক্রান্তিতে পালিত হয় আরও এক হিন্দুদের অনুষ্ঠান, চড়কের পুজো। এই পুজোর সূচনা নিয়ে রহিয়াছে নানা মতভেদ। হিন্দু সমাজের এক প্রচলিত লোক সংস্কৃতি চড়ক পুজো।যুগ যুগ ধরিয়া প্রচলিত এই পুজোর সঙ্গে জড়িত বহু কাহিনি। গোটা এপ্রিল মাস জুড়িয়া বাঙালিদের নানা পুজো ও আচার অনুষ্ঠান রহিয়াছে। লোককথা অনুযায়ী প্রচলিত যে, ১৪৮৫ সালে সুন্দরানন্দ ঠাকুর নামের এক রাজা চড়কের পুজোর প্রচলন করেন। যদিও রাজ পরিবারের লোকেরা এই পুজো শুরু করিলেও চড়ক পুজো কখনও কোনও রাজবাড়ির পুজো ছিল না। এটি ছিল হিন্দু সমাজের এক প্রচলিত লোক সংস্কৃতি। তবে সাধারণত সব পুজোয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোকের প্রয়োজন হইলেও এক্ষেত্রে কিন্তু নিয়ম একটু আলাদা। শোনা যায়, যেহেতু চড়ক পুজোর সন্ন্যাসীরা ছিলেন হিন্দু ধর্মের তথা কথিত নীচু সম্প্রদায়ের লোক। তাই এই পুজোয় এখনও কোনও ব্রাহ্মণ লাগে না।

তবে চড়কের পুজোর রহিয়াছে আরও ভিন্ন নাম। গম্ভীরা পূজা, শিবের গাজন, নীল পুজো ইত্যাদি ভিন্ন নামে চড়ক পুজো করা হয়।

চড়ক পুজোর আগের দিন চড়ক গাছকে পরিষ্কার , করিয়া জলভরা একটি পাত্রে শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ রাখা হয় সেখানে। এই প্রতীক শিবলিঙ্গটি ”বুড়োশিব” নামে পরিচিত। এই পুজোর পৌরোহিত্য করেন পতিত ব্রাহ্মণেরা। তবে আরও বিশেষ কিছু রীতি রহিয়াছে চড়ক পুজোর, যা শুনিয়া অনেকের গায়ে কাঁটা দিতে পারে। কুমিরের পুজো, জ্বলন্ত ছাইয়ের ওপর হাঁটা, কাঁটা, ছুরি বা ধারালো কিছুর ওপর লাফানো, শিবের বিয়ে,অগ্নিনৃত্য ইত্যাদি এই পুজোর বিশেষ অঙ্গ হিসাবে মনে করা হয়।

গ্রাম ত্রিপুরার এই সব পুজোর সঙ্গে রহিয়াছে ভূতপ্রেত বা পুনর্জন্মবাদের ওপর বিশ্বাস।মনে করা হয় নানা রকমের দৈহিক যন্ত্রণা ধর্মের অঙ্গ। চড়কগাছের সঙ্গে ভক্তদের লোহার হুড়কো দিয়ে বেঁধে দ্রুতবেগে ঘোরানোর রীতি আছে। সেই সঙ্গে পিঠে, হাতে, পায়ে, জিভে এবং শরীরের অঙ্গে লোহা গেঁথে দেওয়া হয়। যদিও ১৮৬৫ সালে ব্রিটিশ সরকার আইন করে এটি বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তবে আজও গ্রাম ত্রিপুরায় অনেক স্থানে এই ভাবে চড়ক পুজো পালন করা হয়। মূলত কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলিতে চড়ক উৎসব বেশি করে পালিত হয়। গতবছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে কোথাও চরক পূজা হয় নাই।এই বছর করোণার প্রভাব অনেকটা কম থাকায় বিভিন্ন স্থানে চড়ক পূজার আয়োজন করা হইয়াছে। ডটকমের যুগেও হিন্দু বাঙ্গালীদের চিরাচরিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে। অন্যথায় পশ্চিমা সংস্কৃতি হিন্দু বাঙ্গালীদের চিরাচরিত কৃষ্টি সংস্কৃতি পুরোপুরি গ্রাস করিয়া ফেলিবে। সমাজ ব্যবস্থা যত উন্নতই হোক না কেন আদি পুরুষের ঐতিহ্য বজায় রাখিবার মধ্য দিয়ে আমরাা নিজেদেরকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তুলিয়াা ধরিতে পারিব।

পরিবার শিখিয়েছে, সর্বক্ষণ মানুষের পাশে থাকাই হল রাজনীতি : সিলভি সাহা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : মুকুল রায়-কৌশানি মুখোপাধ্যায় দ্বৈরথে উজ্জ্বল তরুণ মুখ সংযুক্ত মোর্চার সিলভী সাহা। কংগ্রেস প্রার্থী বলছেন কৃষ্ণনগর নিজের মেয়েকেই চায়!

প্রায় দু'দশক পর রাজ্য রাজনীতিতে চানক্য বলে পরিচিত, একসময়ের তৃণমূলের নাম্বার টু, প্রাক্তন রেলমন্ত্রী বর্তমানে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি মুকুল রায় ভোটের ময়দানে। কৃষ্ণনগর উত্তরের বিজেপি প্রার্থী তিনি। উল্টোদিকে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী তথা অভিনেত্রী কৌশানি মুখার্জি। দুই ওজনদারের বিপরীতে কংগ্রেসের আস্থা তরুণ মুখে। কৃষ্ণনগর উত্তরে সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী সিলভী সাহা।

এই ওজনদারের তত্ব অবশ্য মানতে রাজি নন পেশায় শিক্ষিকা কংগ্রেস প্রার্থী। তাঁর আত্মবিশ্বাসী জবাব, দেখুন আমি কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির মেয়ে। জন্ম, বড় হয়ে ওঠা সবই কৃষ্ণনগরে। এর আগে ১০ বছর মানুষ বহিরাগত প্রার্থীকে ভোটে জিতিয়ে বুঝেছেন। সিলভী বিশ্বাস করেন, এবার মানুষ আর সেই ভুল করবেন না।

কে এই সিলভী? 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানালেন, বাবা ছিলেন, কংগ্রেসের জেলা সভাপতি, দুবার কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে লোকসভার প্রার্থী হয়েছিলেন। ঠাকুরদা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ঠাকুরমার বাবা জানকী হাজারি সাহা ছিলেন কুষ্ঠিয়ার প্রভাবশালী ব্যক্তি। এখনও ওখানে রয়েছে তাঁর নামাঙ্কিত সাহানগর। বাড়িতে অনেক পাত পড়ত। সবাইকে খাইয়ে শেষে বসতেন তিনি নিজে। তৎকালীন জমিদারকে সিকি পয়সায় হাজার টাকার বাজিতে হারান। তাই মাঝের নাম হাজারি। ঠাকুমা তাঁর সম্বল গলার হার দিয়ে দিয়েছিলেন বিপ্লবের কর্মযজ্ঞে।

এ রকম এক পরিবারে কংগ্রেসী পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠা সিলভি '৯৬-এর মাধ্যমিক, এডুকেশন ও জিওগ্রাফিতে মাস্টার্স। কৃষ্ণনগর গার্লস কলেজে কিছুদিনের জন্য অধ্যাপনা, পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে স্কুলে শিক্ষকতা। দু'বোন। স্বামী সুপরিচিত সাংবাদিক। এই প্রথম নির্বাচনে। অবসর কাটে বই পড়ে। সবচেয়ে বেশি পছন্দ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সময় কাটানো। বাংলার সবথেকে বড় গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে খাতায় কলমে অংশগ্রহণে বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে ব্যস্ততা। নিশ্চিন্ত জীবনের মায়া কাটিয়ে তেতে ওঠা রাজনীতির ময়দানে কেন? সংযুক্ত মোর্চার তরুণ প্রার্থীর উত্তর, দেখুন বিগত দশ বছর রাজ্য এক ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার। নানা ভোটের সংখ্যাতত্ব এবং বর্তমান পরিস্থিতি নিরপেক্ষ বিচার করলে কিন্তু এই কেন্দ্রে কংগ্রেসের জয় প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। যদিও আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেসের তরুণ মুখ সিলভী জানান, কৃষ্ণনগরের মানুষ তাঁদের ঘরের মেয়েকেই চায়, একশো শতাংশ ভরসা রাখুন আমি জিতছি। সেই সঙ্গে জানালেন, তিনি রাজনীতিতে আসেননি, বরাবর রাজনীতিতেই ছিলেন। এখানকার ধূলিকণা পর্যন্ত তাঁর অত্যন্ত আপন। এই প্রতিবেদককে বললেন, "হাটে-বাজারে সর্বত্র যাচ্ছি। লোকে বলছে, এই প্রথম এভাবে কোনও প্রার্থীকে দেখছি!"কলার টিউনে 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার ঘর'। "তুমি বলতে এখানে মানুষ। ওঁরাই শেষ কথা বলবেন" জানালেন আশাবাদী প্রার্থী সিলভি। কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্রের ভোট ২২ এপ্রিল। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং নিঃসঙ্গ প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথ

প্রবীর মজুমদার

আজ ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুরতার ১০৩ তম বার্ষিকী। সামাজিক বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যদি সুখস্মৃতি বয়ে আনে তবে তা স্বাভাবিকভাবেই মধুর হয়। কিন্তু যদি এই স্মৃতি হয় নৃশংসমতীর, বীভৎসতার? ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিলের জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা হল পরাধীন ভারতের ইতিহাসের চরম বর্বরোচি ঘটনা। ভারতীয় ইপমহাদেশ দখল করে বসেথাকা ইংরেজ শাসকের মনে ঢুকেছিল সাম্রাজ্য হারানোর ভয়। উপমাহাদেশের শোষিত জনতার শক্তি কবে একত্রিত হয়ে তাদের গদিছাড়া করে সেই ভয়। যথারীতি সেই ভয় কমাতে সে সময় মরিয়া হয়ে উঠেছিল ইংরেজ প্রশাসন। তারা ভেবেছিল 'নেটিভ' ভারতীয়দের নিষ্ঠুরতম স্বৈরাচারী আচরণ দিয়ে কী করে শায়েস্তা করা যায়। কীভাবে তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কথা ভুলিয়ে দেওয়া যায়। ঠিক সেই সময় ইংরেজ শাসকদেরসুবিধা করে দিয়ে ভারতীয় জনতার উপর ভয়ানক অত্যাচার এবং নির্মমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়ে ১৯১৯-এর ১০ মার্চ বলবৎ করা হয় কুখ্যাত 'রাওলাট অ্যাক্ট'। এমনই সময় এক ঘটনা পরিক্রমায় পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে ওই বছরেই ১৩ ই এপ্রিল ডাকা হল এক প্রতিবাদ সভা।স্থান, শহরেরই বিরাট জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যান। সেদিন আবার ছিল পাঞ্জাবি নববর্ষের দিন 'বৈশাখী'। আইনের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে তখন পাঞ্জাবে জনসমাবেশ নিষিদ্ধ হলেও সাতসকালেই ভরে গেল উৎসাহী ক্রোধতপ্ত মানুষে। ইংরেজ সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত জেনারেল রেগিনাল্ড ডায়ারের নির্দেশে মুহূর্তেই গুলি বৃষ্টি হল প্রতিবাদী জনসমষ্টিরদিকে। সরকারি হিসাবে প্রাণ গেল ৩৭৯ জনের কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছিলেন প্রকৃত মৃতের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি। মৃতের মধ্যে ছিলেন বহু নারী ও শিশু। উৎসব আনন্দের বৈশাখী মুহূর্তেই পরিণত হল খুনী বৈশাখী'তে। এর পিছনে আসল মাথঅ ছিল পাঞ্জাবের কুখ্যাত গভর্নর মাইকেল ও ডায়ারের।

কিন্তু এমন নৃশংস, বর্বর হত্যালীলার খবরসারা ভারতীয় উপমহাদেশে জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারল না । সারা পাঞ্জাব জুড়ে জারি হয়েছিলজরুরি অবস্থা। আর সংবাদপত্রের উপর ইংরেজ সরকারের নানা সেন্সরশিপ তো বহাল ছিলই। পাঞ্জাব থেকে বহুদূরের বাংলায় এই হ্যতাকাণ্ডের খবর এল তাই দেরিতে। হত্যালীলার কিছুদিন পর বাস্তব ও গুজবে মেশানো তথ্য ছড়াতে শুরু করল। কিন্তু তা থেকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা পুরোটা আঁচ করা সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাছেও যথারীতি সেই খবর সম্পূর্ণভাবে আসছিল না। শান্তিনিকেতনের শিক্ষক সি এফ অ্যান্ড্রুজ তখন শান্তিনিকেতন থেকে দিল্লি গিয়েছিলেন। অ্যান্ড্রুজ ছিলেন কবির ঘনিষ্ঠ সহযোগী। দিল্লির পর সিমলা গিয়ে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতার কিছু খবর পেয়েছিলেন। ১৯১৯ সালের ১ লা মে তারিখে লেখা এক চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের জানান, অসহায় গ্রামবাসীর উপর এয়ারপ্লেন বোমা ফেলছে আর কেবললাঠি হাতে থাকা জনসমাবেশে মেশিনগান গুলি ছোটাচ্ছে'। এই চিঠি গোয়েন্দাদের হাতে পড়তে পারে ভেবে অ্যান্ড্রুজ অনেক কথা লেখেননি। অ্যান্ড্রুজ এরপর পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখার জন্য অমৃতসর যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ তাঁকে ট্রেনেই গ্রেফতারকরে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেয়। অ্যান্ড্রুজের চিঠিতে ব্রিটিশ শাসকের রক্তলিপ্সা, দমনপীড়ন এবং সর্বোপরি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসকের ক্ষুরধার বাক্যসমূহ বর্ষিত হয়েছিল। ২৬ শে এপ্রিল রবীন্দ্রাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—'এন্ড্রুজ দিল্লিতে। সেখান থেকে দুই একটা চিঠি যা লিখেছেথন তাতে মনটাকে উত্তপ্ত করেছে। আমার মনের তাপমাত্রাযন্ত্র আমার কলম। সুতরাং তার ভাষাটা চড়ে উঠেচে। বর্তমান চিঠিখানি আজ লিখে মনে করলুম আপনার সম্পাদকীয় দরবারে তার নকল পাঠাই। এটা বর্তমান দুর্যোগের দিনে প্রকাশযোগ্য হবে কিনা জানিনে। আপনি যা ভাল মনে করবেন। রবীন্দ্রনাথের দুশ্চিন্তা এবং রাগের প্রকাশ দেখি আরও এখটি চিঠিতে। ১৯১৯-এর ২২ শে মে কিশোরী রানু অধিকারীকে (লেডি রানু মুখার্জি) লেখা এক চিঠিতে কবি লেখেন, 'তোমার তো পাঞ্জাবে আছে, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলেন।' ২২ শে মে তারিখেই রবীন্দ্রাথ কলকাতায় আসেন। মনের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে, তা সত্ত্বেও বহিরঙ্গে স্বাভঅবিক থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু একটা সময়ের পর আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। কথাবার্তা কমে যায়, লেখালেখি বন্ধ করে দেন। মুখের হাসি অন্তর্হিত। ভোক্ষ আর রাগের প্রকাশ ঘটছে শরীরেও। এমন সময় তাঁর মনে আসে একটি প্রতিবাদের পরিকল্পনা। তখন পাঞ্চাবে অন্য এলাকার বাসিন্দাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে ইংরেজ সরকার। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়, মগাত্মা গান্ধি এবং তিনি মিলে প্রথমে দিল্লি গিয়ে তারপর যদি পাঞ্জাবে প্রবেশের চেষ্টা করেন, তাহলে একটা বড় প্রতিবাদ হয়। যদি তাঁদের ইংরেজ প্রশাসন গ্রেপথার করেও তাতে প্রতিবাদের ও জনমানসের প্রতিক্রয়ায় স্ফুলিঙ্গ আরও শক্তিশালী হবে। এরপর এই প্রস্তাবে গান্ধি রাজি হবেন কিনা, তা জানতে তাঁর কাছে সি এফ অ্যান্ড্রুজকে পাঠালেন। গান্ধি অ্যান্ড্রুজকে না বলে দেন এই শুনে কবি নিশ্চুপ হয়ে যায়। এই নিয়ে কবি আর কোনো কথা বলেননি। গান্ধিকে যখন সঙ্গে পেলেন না, তখন বাংলার অগ্রণী রাজনীতিবিদ স্বভাষী চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর দাঁড়াবেন, এমনটা তিনি ভেবেছিলেন। তাই ২৯ শে বিকেলবেলায় নিজেই যান চিত্তরঞ্জনের কাছে কিন্তু গান্ধির মতো তিনিও কবিকে হতাশ করেন। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আলাপচারিতার বয়ান তিনি পরে জানান প্রশান্তকুমার মহলানবিশকে এইভাবে—মহাত্মজি রাজি হলেন না পাঞ্জাবে যেতে । কাল তাই নিজেই গিয়েছিলুম চিত্তরঞ্জনের কাছে। বললুম যে, এই সময় সমস্ত দেশ মুখ বন্ধ করে থাকবে তা অসহ্য। তোমরা প্রতিবাদ সভা ডাকো। এই কথা শুনে চিত্তরঞ্জন দাশ সভা করার দায় ঘাড়ে নিতে চাননি। উল্টো রবীন্দ্রনাথ একাই একটা সভায় প্রতিবাদী বক্তব্য রাখবেন, এমন প্রস্তাব দেন তিনি। এ কথায়া স্বভাবতই কবির মনঃপুত হয়নি। তাঁর মনে হয়েছিল, যদি একাই কিছু করতে হয় তবে লোক ডেকে জড়ো করা কেন? অন্তরে এখরাশ বেদনা আর রাগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ওইদিনই সিদ্ধান্ত নেন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া নাইটহুড উপাধি ত্যাগ করে তিনি বড়লাটকে চিঠি লিখবেন। সারারাত ধরে চলল সেই চিঠির বয়ান টিক করা।য যখন ভোরের আলো ফুটল, তখন লেখা শেষ হল। প্রশান্ত কুমার মহলানবিশ সে সময় ছিলেন কবিরকাছেই। ওই সময় কবি তাঁকে বলেছিএলন, এই সম্মানটা ওরা আমাকে দিয়েছিল। কাজে লেগে গেল। এটা ফিরিয়ে দেবার উপলক্ষ করে আমার কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম। ভোর শেষে সকাল হলে অ্যান্ড্রুজ এলেন চিঠিটা নিতে। ঘটল আরেক ঘটনা। কবির ক্রোধতপ্ত চিঠির ভাষা খানিক মোলায়েম করা যায় কিনা, এমন প্রস্তাব ছিল অ্যান্ড্রুজের। ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কবি। তাঁর মুখের ভাব দেখে আর অ্যান্ড্রুজ কথা বাড়াননি।

নাইটহুড পরিত্যাগের এই চিঠি সারা বাংলা তো বটেই, দেশজুড়েই আলোড়ন তুলল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, ওইরকম একক এবং সাহাসী প্রতিবাদের পরেও রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে নানা নিন্দা-মন্দ প্রচার শুরু হল। গান্ধির এই প্রতিক্রিয়া ছিল সত্যিই খুব দুঃখের এই কারণে যে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দেশবাসী আশা করেছিলেন গান্ধি এক বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এমনকী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিরপক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হল না। কেবলমাত্র ঘটনার এক বছর পর ২০-২১ এপ্রিল, ১৯২০ তারিখে পাঞ্জাবের ঘটনাবলির তদন্ত দাবি করা হয়েছিল। এখানে গান্ধি-আন্দোলনের দ্বৈতভূমিকা সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। এতে ছিল ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার দিক এবং পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করার দিক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাইটহুড ত্যাগের মাধ্যমেই বিরত থাকেননি। সেই সময়ে এই ঘটনার প্রতিবাদে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিস্পৃহতা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। এক্ষেত্রে তিনি একা, ভীষণ একা। নিঃসঙ্গ। তাঁর ভাবনাকে সেদিন কেউ বোঝেননি। অমৃতসর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ এবং প্রতিবাদপত্রকংগ্রেসী মহলে এতটুকু স্বীকৃতি পায়নি। তথাকথিত রাজনীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সরাসরি যুক্ত নন। কিন্তু বাহ্যিক কোনো ঘটনাপ্রবাহ রবীন্দ্রনাথের মতো সংবেদশীল মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে পারেনি। এই ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। রাজনীতির মূলবোধহীনতা, নীতিবোধহীনতা কবিকে কষ্ট দিয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে মডারেট রাজনীতির পৌরুষহীনতা, আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি, ভিক্ষার দানকে তিনি কাপুরুষকতার নামান্তর ভাবতেন। অন্যদিকে চরমপন্থী রাজনীতির রূঢ় রুক্ষ এবং স্থুল দিক সংবেদনশীল কবিমনে বারংবার ধাক্কা দিয়েছে। ফলে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তাঁর মন সায় দেয়নি। অথচ ঘটনা প্রবাহমানতাকে কী করেই বা অস্বীকার করবেন? তাই পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই মানুষের উপর অন্যায়ের প্রতিবাদ অজস্রবারই করে গেছেন মানবতাবাদী কবি। এই জন্যই তিনি একা, নিঃসঙ্গ প্রতিবাদী।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

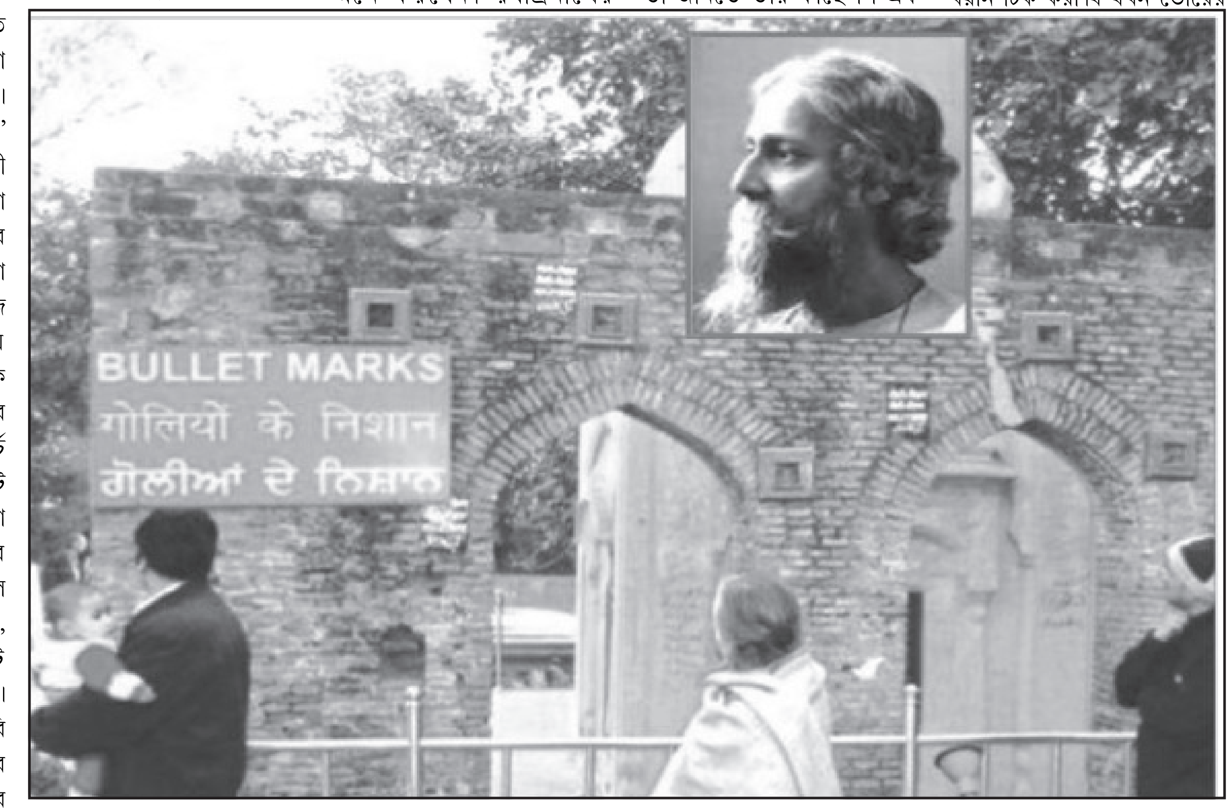

কবে সমূলে বিনাশ হবে মাওবাদীরা

আর কে সিনহা

ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের নারকীয় হত্যালীলায় ক্ষোভে ফুঁসছে সমগ্র দেশ। দেশবাসীর ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক। মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে দেশের সুরক্ষা বাহিনীর ২২ জন জওয়ান শহিদ হয়েছেন। এনকাউন্টারস্থলে মৃত জওয়ানদের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে প্রত্যেকটি ভারতবাসীর কান্নায় বুক ফেটেছে। ছত্তিশগড়ে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এই মাওবাদী হামলা সবথেকে বড় ও ভয়ানক। মাওবাদীদের এই হামলাকে পাশবিক আখ্যা দিলেও কম বলা হবে। গত কয়েক দশকে পঞ্জাব, অসম, উত্তর-পূর্ব ভারতে হিংসাত্মক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হামলার সাক্ষী থেকেছে দেশ, হিংসাত্মক হামলাকে পদদলিত করেছে দেশ। কিন্তু, মাওবাদীদের কেন সমূলে বিনাশ করা সম্ভব হচ্ছে না? দেশ শাসনের সঙ্কল্পে কোথাও কী কোনও খামতি রয়েছে? আগে এই কথা সঠিক হলেও, বর্তমানে তা মোটেও সঠিক নয়। যাইহোক সুরক্ষা সংস্থাগুলিকে পুনরায় নিজেদের রণনীতি বিচার করতে হবে। এমন রণনীতি তৈরি করতে হবে যাতে মাওবাদকে সমূলে বিনাশ করা যায়। রণনীতি এমন হওয়া দরকার যাতে যত দ্রুত সম্ভব মাওবাদীদের খতম করে দিতে হবে। এখন তো মনে হচ্ছে ছত্তিশগড় অথবা অন্য কোনও রাজ্যে মাওবাদীরা আর বাঁচতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, শহিদ জওয়ানদের মৃত্যু বিফলে যাবে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও এই একই কথা বলেছেন। মাওবাদীরাই বলুক, তাঁদের কোন বইতে লেখা রয়েছে নিরপরাধ জওয়ানদের হত্যা করতে হবে? এটাই যদি মার্কসবাদের ভাষা হয়, তাহলে আমাদের সেনা ও আধা সেনা তাদের নাস্তানাবুদ করতে সক্ষম। নিজেদের মৃত্যুর জন্য তাহলে প্রস্তুত হয়ে যাও।

প্রাপ্য তথ্য অনুযায়ী, বিজাপুরের মাওবাদী হামলা সামান্য মোটেও নয়। সুরক্ষা বাহিনীর কাছে ২০ দিন আগেই কুখ্যাত মাওবাদী নেতা হিডমা ও তার দলের সম্পর্কে খবর ছিল। মনে করুন, ২০১০ সালে বিস্তারে ৭৬ জন সিআরপিএফ জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত ডিজি রামমোহনের দ্বারা তদন্তে জানা গিয়েছে, সুরক্ষা বাহিনীর একটি ওয়ারলেস সেট মাওবাদীদের কাছে ছিল এবং সেই সেটের মাধ্যমেই সুরক্ষা বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে জানতে পেরেছিল মাওবাদীরা। ওই সময় বাহিনীর নেতৃত্বে যে ডিআইজি, সিআরপিএফ-এর কাছে ছিল, তিনিই বর্তমানে ওই এলাকার আইজি বলা হচ্ছে। এত বড় ভুল সত্ত্বেও সিআরপিএফ-এর ওই অফিসারের পদোন্নতি হয়েছিল এবং পুনরায় ওই এলাকায় ভাল করা হয়। ফেরার সময় বাহিনীর সর্বশেষ দলে হামলা চালানো হয়, ওই অভিযানের পরিকল্পনা কে করেছিল? কেন ক্যাম্পে ব্যাকআপ ফোর্স প্রস্তুত ছিল না? কেন আমরা ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত আমাদের শহিদদের মৃতদেহ এবং আটকে পড়া জওয়ানদের উদ্ধার করতে পারিনি? অথচ মাওবাদীদের আগে থেকেই ট্রাক্টর প্রস্তুত রেখেছিল। তাদের সঙ্গে ১২০০ জন মানুষ উপস্থিত ছিল। কিন্তু, অভিযানের নেতৃত্বে যে রয়েছে,তাঁর কাছে আগে থেকে কেন খবর পৌঁছয়নি? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।

কে এই হিডমা

২২ জওয়ানের প্রাণ কেড়েছে তার দল, কে এই মাওবাদী নেতা হিডমা, তার সম্পর্কে এবার জেনে নেওয়া যাক। কমান্ডার হিডমা নিজেকে আদিবাসীদের মহীরুহ মনে করে। পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মির ১ নম্বর ব্যাটেলিয়নের প্রধান এই হিডমা। তার বয়স ৪০ বছর মতো। ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলার জনজাতি অধ্যুষিত পুবর্তী গ্রামের বাসিন্দা সে। নয়ের দশকে সে যোগ দেয় মাওবাদীদের সঙ্গে। মাওবাদী ব্যাটেলিয়নের প্রধান হিসাবে মহিলা-সহ প্রায় ১৮০ থেকে ২৫০ জনের দলকে নেতৃত্ব দেয় সে। মাওবাদীদের দণ্ডকারণ্য বিশেষ আঞ্চলিক কমিটিরও সদস্য সে। ২০১৭ সালে সুকমা হামলার ষড়যন্ত্রকারী ছিল সে। এই হিডমা ও তার ৪০ ক্যাডার সুকমা-বিজাপুর সীমানার জোনাগুড়া পাহাড়ের জঙ্গলে সিআরপিএফ জওয়ানদের তিন-দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল। এখন প্রশ্ন হল, এখনও পর্যন্ত হিডমার নাগাল কেন পেল না সুরক্ষা বাহিনী। ছত্তিশগড় পুলিশের একজন সিনিয়র অফিসার জানিয়েছেন, 'হিডমা ভীষণ চালাক। সে নিজের আশেপাশে অনেক ঘর বানিয়েছে। ২০০ ক্যাডার তার আশেপাশে থাকে। অধিকাংশই তার ছোটবেলার বন্ধু।

অহিংসা আন্দোলন করুক মাওবাদীরা

মাওবাদীরা যদি মনে করেন তাঁদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে, তাহলে গণতান্ত্রিক উপায়ে অহিংসা আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের কাছে নিজেদের দাবি রাখতেই পারেন। কিন্তু, মাওবাদীরা যদি গণতান্ত্রিক পথে চলতে না চায়, তাহলে তাদের তো বিনাশ করতেই হবে। মাওবাদীরা কী ক্ষমতার লোভে এই কাজ করছে? তাহলে সর্বাগ্রে নিজেদের পেন্টের বেল্ট বাঁধা তো শিখুক। ভারতের রাজসত্তার অর্থ ভালোভাবে তাদের বুঝতে হবে। মাওবাদীরা এটা জানে না তিব্বতের ধর্মগুরু দলাই লামা কয়েক দশক ধরে ভারতে রয়েছেন এবং মাওবাদীদের আকা চিন রাগে ফুঁসছে। এই রাজসত্তার সঙ্গে মাওবাদীরা কী টক্কর নেবে। তারা প্রকাশ্যে লুট, দাদাগিরি, জুলুমবাজি করে। এটাই তাদের মাওবাদ। মাওবাদীদের সম্পর্কে গোটা দেশের একটাই মানসিকতা, এবার মাওবাদকে সমূলে বিনাশ করতে হবে।

এরা দেশের শত্রু। যত দ্রুত সম্ভব মাওবাদীদের খতম করলে দেশেরই ভালো হবে। সবশেষে একটি প্রশ্ন করতে চাইছি, চিন, রাশিয়া অথবা পুঁজিবাদী আমেরিকা কিংবা জাপানের মতো পুঁজিবাদী গণতন্ত্রগুলিতেও কি কমিউনিস্ট মাওবাদীরা তাদের রক্তাক্ত খেলা খেলতে পারবে? না তো? তাহলে ভারতে কেন এমনটা করতে পারছে? তবে মোদীজির শাসনে এটা কখনও সম্ভব নয়। (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

দেশের জন্য আত্মত্যাগী গোর্খাদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে : অমিত শাহ

দার্জিলিং, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): সর্বদা দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। তাঁদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের জনসভা থেকে গোর্খাদের আশ্বস্ত করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'মমতা দিদিকে পরিবর্তন করুন এবং বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীকে আনুন, গোর্খা সম্প্রদায়ের ১১টি জাতিকে তফশিলী উপজাতি মর্যাদা দেওয়া হবে।' মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'দার্জিলিংয়ের তিনটি বিধানসভা আসন বিজেপির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে ১৯৭টি আসনে জয় হবে, অপরদিকে এই অঞ্চলের তিনটি আসনে জয়লাভ করবে বিজেপি। মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে গোর্খাদের। তাঁরা সর্বদা দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। ২ মে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই দার্জিলিংয়ে দীপাবলি পালন করা হবে।' অমিত শাহ বলেছেন, 'বাংলায় বিজেপি সরকার গঠনের নেপথ্যে দার্জিলিংয়ের তিনটি আসনের গুরুত্ব অপরিসীম। আমি জানি আপনাদের সবার মনে গোর্খাদের সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান কি হতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা আছে, কিন্তু আমাদের সংবিধানে সকল সমস্যার সমাধান আছে।'

গোর্খাদের আশ্বস্ত করে অমিত শাহ বলেছেন, 'আমি এই পবিত্র দিনে আপনাদের সকলকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, গোর্খা সমাজের সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান, ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সহযোগে হবে। আমি আপনাদেরকে জানিয়ে যাচ্ছি একটি হারবাল পার্ক বানিয়ে সকল সিঙ্কোনা পার্কের পুনর্নির্মাণের কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। দার্জিলিংয়ের সবথেকে বড় সমস্যা পানীয় জলের।

আমরা ক্ষমতায় এলে গুরুত্ব সহকারে দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করব।' গোর্খাদের ভূয়সী প্রসংশা করে অমিত শাহ বলেছেন, 'গোর্খাদের অত্যন সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। যখনই দেশপ্রেমিকদের নাম নেওয়া হয়, তখনই গর্বের সঙ্গে গোর্খাদের নাম নেওয়া হয়। বছরের পর বছর ধরে গোর্খাদের সঙ্গে অন্যায় ও অবিচার করেছে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও তৃণমূল।'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'ডবল ইঞ্জিন সরকার দার্জিলিংয়ের উন্নতি করবে। এখানকার সিঙ্কোনা বাগানে প্রায় ১০ হাজারের বেশি মানুষ কাজ করেন। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি বাংলায় বিজেপি সরকার এলে একটা হারবাল পার্ক বানিয়ে সমস্ত সিঙ্কোনা বাগানের পুনর্নির্মাণ করা হবে। এই নির্বাচন আমাদের সকলের পরীক্ষা। বিজেপি এবং গোর্খা একতাকে ভেঙে ফেলার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা তৃণমূল কংগ্রেস করেছে। এর জবাব আমাদের দিতে হবে, বোঝাতে হবে যে এই রকম অপরাধ করে আমাদের ভাঙতে পারবেন না, আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ আনতে পারবেন না।'

প্রথম চার দফার ভোটে বিজেপি-র মাজা-কোমর ভাঙা হয়েছে, খণ্ডঘোষের সভায় দাবি অভিষেকের

বর্ধমান, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): প্রথম চার দফার ভোটে বিজেপি-র মাজা, কোমর ভাঙা হয়েছে। পঞ্চম থেকে অষ্টম দফার ভোটে ঘাড়, মাথা ভাঙতে হবে। খণ্ডঘোষের সভা থেকে এমনই দাবি করলেন যুব তৃণমূল সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নবীনচন্দ্র বাগের সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী সভা থেকে এক যোগে কেন্দ্র সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিনের সভা থেকে দেশে উর্ধমুখী করোনার গ্রাফ নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, দেশে করোনার গ্রাফ উর্ধমুখী অথচ কেন্দ্রীয় সরকার দেশে উৎপাদিত টিকার মধ্যে ১ কোটি রেখে বাকি ১০ কোটি বিদেশে পাঠিয়েছে বলে অভিযোগ করলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। করোনার টিকা নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ করে অভিষেক আরও বলেন, "করোনার টিকা আমেরিকা, নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে।

অথচ দেশের লোক টিকা পাচ্ছে না।" ১৩০ কোটি ভারতবাসীর প্রতি নরেন্দ্র মোদী সরকার বঞ্চনা করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

এদিনের সভা থেকে নির্বাচন কমিশনকেও নিশানা করে অভিষেক বলেন, "তামিলনাড়ু, কেরলে একদফায় ভোট হচ্ছে। অথচ একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের জন্য ৮ দফায় নির্বাচন হচ্ছে বাংলায়।" পাশাপাশি তাঁর দাবি, মমতাকে আটকানোর জন্য কমিশনের তরফে প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে অভিযোগ তুলে অভিষেক বলেন, "আগে পা ভাঙা হল। তারপর বিভিন্ন এজেন্সি দিয়ে ধমকানো-চমকানো হল। অমিত শাহ বলছেন, ২০০ পার। তা হলে এখনও কেন প্রতিদিনই বাংলায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে হচ্ছে? মোদী ২০১৪ সালে বলেছিলেন, 'অচ্ছে দিন আসছে'। কিন্তু হয়নি। নোটবন্দি করেছে। কিন্তু কালো টাকা ধ্বংস হয়নি। প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রাখননি।"

কোচবিহারের শীতলখুচির ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "চার জনকে গুলি করে মারল কেন্দ্রীয় বাহিনী। বুলেটের জবাব ব্যালটের মাধ্যমে দিতে হবে। এই মাটি উত্তরপ্রদেশের মাটি নয়। বাংলার মাটি।"

তৃণমূল সরকারের সাফল্য তুলে ধরতে গিয়ে অভিষেক বলেন, "স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে কেউ বাদ নেই। স্কুলে স্কুলে ট্যাব দেওয়া হয়েছে। ১০ কোটি মানুষকে খাদ্যসাথীর আওতায় আনা হয়েছে।" তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহারের ১০ অঙ্গীকারের প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন, "আমাদের রাজ্যে অনেক ভালো ছাত্র আছে। তারা টাকাপয়সার অভাবে পড়াশোনা ঠিক মত করতে পারে না। তাই ১০ লক্ষ টাকার 'স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড' দেওয়া হবে। আমরা ক্ষমতায় ফিরলে রাজ্যের ১ কোটি সাত লক্ষ পরিবারের গৃহকর্তীর হাতে ৫০০ টাকা দেওয়া হবে প্রতি মাসে। বাড়িতে গিয়ে সরকার রেশন দেবে। আর লাইনে দাঁড়িয়ে রেশন নিতে হবে না।"

ভারতে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ১.৬১ লক্ষাধিক, ৮৭৯ বেড়ে মৃত্যু ১৭১,০৫৮

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে করোনার আগ্রাসন অব্যাহত! গত রবিবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন ১.৬৮-লক্ষের বেশি মানুষ। সোমবার সারাদিনে কিছুটা কমে, ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১.৬১-লক্ষাধিক দেশবাসী। সোমবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ১,৬১,৭৩৬ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৮৭৯ জনের প্রাণ। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১২.৬৪-লক্ষের (৯.২৪ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই সেরে ওঠাও স্বস্তি দিচ্ছে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯৭, ১৬৮ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,২২,৫৩,৬৯৭ জন করোনা-রোগী (৮৯.৫১ শতাংশ)। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১,৬১,৭৩৬ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,৩৬,৮৯,৪৫৩-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৮৭৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৭১, ০৫৮ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৯৮ জন (৯.২৪ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে একধাক্কায় বেড়েছে ৬৩,৬৮৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১০ কোটি ৮৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ০৮৫ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৪০,০৪,৫২১ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

বেড়েছে অনুপ্রবেশকারী, রাশ টানতে না পারলে ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে : অসীম ঘোষ

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): "ভয় হচ্ছে! বিজেপি যদি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় না আসতে পারে, কোনওভাবে সংযুক্ত মোর্চার সহযোগিতায় জগাখিচুরি সরকার হয়, রোহিঙ্গা আর মুস্লিম অনুপ্রবেশকারীতে ছেয়ে যাবে রাজ্য। ফল হবে ভয়াবহ।' গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে কথাগুলো বললেন অসীম ঘোষ। ১৯৯৯ থেকে ২০০২এই সময়কালে ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। এখনও সক্রিয়। ভোটের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং হাওড়ার প্রার্থীদের সঙ্গ দিয়েছেন একাধিক স্থানে। বিজেপি-তে অনেক নবাগত এসেছেন। তাঁরা জানেন না কে এই অসীম ঘোষ? 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানালেন, জন্ম ১৯৪৪ সালে ওপার বাংলায়, নোয়াখালিতে, দাদুর বাড়িতে। তবে, শৈশবেই চলে আসেন এপারে, হাওড়ায়। হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্সটিট্যুশনের প্রাক্তনী, ১৯৬০-এ ভর্তি হলেন বিদ্যাসাগর কলেজে। '৬৫-তে এমএ-তে খুব ভাল ফল। ইউজিসি-র টিচার্স ফেলোশিপ পেয়েছিলেন। গবেষণার বিষয় ছিল মুসলমানদের আর্থসামাজিক অবস্থান। সাড়ে তিন দশকের ওপর অধ্যাপনা করেছেন মণীন্দ্রচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র কলেজে। ২০০৪-এ অবসর নেন। বিজেপি-তে যোগ দেন ১৯৯০ সালেই।

সেসময়ের কোনও স্মরণীয় ঘটনা? অসীমবাবু বললেন, "তপনদা (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন শিকদার), বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী এঁদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। ১৯৯৮ সালে আমি সহ সভাপতি। পুজোর সময়ে দল একটা দায়িত্ব দিল। কৃষ্ণনগর থেকে জলুদাকে (সত্যব্রত মুখার্জি) জিতিয়ে আনতে হবে। প্রায় তিন মাস পড়ে ছিলাম ওখানে। ৪২ শতাংশের মত মুস্লিম ভোটার। তা সত্বেও জলুদা জেতেন। আমি ছিলাম চিফ ইলেকশন এজেন্ট, চিফ অবসার্ভার। জিতে উনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন। এর পরেই আমি দলের রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছিলাম।'

সভাপতির মেয়াদ-অন্তে দলে গুরুত্ব কতটা থাকল?

অবসরপ্রাপ্ত আইএএস, আইপিএস, সিএ, আইনজীবী, শিক্ষাবিদদের নিয়ে তৈরি একটি কার্যকরী গোষ্ঠী দলের রাজ্য সভাপতিকে পরামর্শ দেন। এর জন্য একটি কমিটি আছে। ১৯৯২ থেকে '৯৮, তার পর ২০০৪ থেকে '১২ এর সদস্য ছিলাম। মাঝে ১৯৯৯ থেকে ২০০৩ ছিলাম এর সভাপতি। '১৬ থেকে আমি এই কমিটির চেয়ারম্যান। বিজেপি-র কর্মসমিতিতে আছি স্থায়ী আমন্ত্রিত হিসাবে। বছর দুই আগে দলের তরফে তাঁর নাম রাজ্যপালের জন্য সুপারিশ করা হয়। করোনা সব ওলোটপালট করে দিল। অন্যথায় এতদিনে হয়ত তথাগত রায়ের পর পশ্চিমবঙ্গ কোনও বাঙালি রাজ্যপাল পেয়ে যেতেন। দলে নবাগতদের একাংশের মনোনয়ন নিয়ে বিতর্ক উঠছে। এ প্রসঙ্গে অসীমবাবু বলেন, "ভাল অপদার্থ, না কাজের কিন্তু বিতর্কিত কে বেশি গ্রহণযোগ্য? এটা কিন্তু কঠিন প্রশ্ন। তবে, রাজ্য কীভাবে ক্রমেই সব দিক থেকে পিছিয়ে গিয়েছে, দেখেছি। 'সোনার বাংলা' তৈরি করতে গেলে একটা বড় ঝাঁকুনি দরকার।"

যেমন? উত্তরে অসীমবাবু বলেন, "শিক্ষাকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে। টাকা দিচ্ছি বলে ছড়ি ঘোরাবসরকারের এই মানসিকতা থাকলে চলবে না। কারখানা তৈরি করতে হবে। উদ্যোগপতিদের জমি দিতে হবে। এ রাজ্যের পুরনো, রুগ্ন কারখানাগুলোর ভোল বদলানো দরকার। শ্রমিক সংগঠনে দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ, দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। বাম এবং তৃণমূল সরকার রাজ্যের উন্নয়নে ব্যর্থ। এই মন্তব্য করে অসীমবাবু বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সাংবিধানিক রীতিনীতিকে অগ্রাহ্য করে লোক খেপিয়েছেন, জ্যোতি বসু, বুদ্ধবাবুরা তা করেননি। ওঁদের সমস্যা থাকলেও নির্লজ্জ তোষণের পথে হাঁটেননি। বস্তুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জনসঙ্ঘ তৈরির সময় হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষকেই স্বাগত জানিয়েছিলেন। দেশভাগের সময় ভারতে যে মুসলমানরা ছিলেন, তাঁদের নিয়ে আপত্তি নেই আমাদের।"৭৭ বছর বয়সে এ রাজ্যের কোন বিষয়টা আপনাকে বেশি ভাবায়? অসীমবাবু বলেন, বেহাল অর্থনীতি, কাজের সুযোগ কমে যাওয়া এগুলো তো আছেই! এই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারী ভরে যাচ্ছে। স্বাধীনতার সময় মালদা আর ২৪ পরগণায় মুস্লিম ছিল যথাক্রমে ৩৭ ও ২৭ শতাংশের মত। এখন মালদা, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণায় ৫০, ৪০, ৩৮ শতাংশের ওপর। অন্য কিছু জেলাতেও প্রচুর অনুপ্রবেশকারী বেড়েছে। এখনই এর রাশ টানতে না পারলে ভবিষ্যতে ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে।

জালিয়ানাওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বর্ষপূতি উপলক্ষ্যে সিপিএমের শ্রদ্ধা। ছবি ঃ নিজস্ব

বাঙালি বিহু ও নববর্ষের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালের

গুয়াহাটি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : রঙালি বিহু এবং বাংলা ও অসমিয়া নববর্ষ উপলক্ষে অসমের সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। পাশাপাশি কোভিড-১৯-এর জটিল পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য দফতর কর্তৃক বিধি-নিষেধের মাধ্যমে এই উৎসব পালন করতে অসমের জনতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। আজ মঙ্গলবার এক প্রেসবার্তার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিহু আমাদের মনোজগতের উৎকর্ষতার পরিচয় তুলে ধরে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধন শক্তিশালী করে আসছে। কৃষিভিত্তিক উৎসব বিহু আমাদের শক্তিশালী জনজীবনকে উৎকর্ষ করার পাশাপাশি আমাদের চিন্তাভাবনাকে গতিশীল সত্ত্বায় রূপান্তরিত করছে। সংস্কৃ হচ্ছে অসমিয়াদের জাতীয় পরিচয়, স্বাভিমানের মূর্ত প্রকাশ।' রঙালি বিহুর এই শুভক্ষণে রাজ্যকে আরও দুরন্ত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে অসমবাসীকে নতুন উদ্যমে সংকল্পবদ্ধ হওয়ারও ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।

করোনাকে রুখতে এবার কলকাতায় কন্টেনমেন্ট জোন

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি স): যত সময় বাড়ছে ততোই রাজ্য জুড়ে বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্তর সংখ্যা ৪ হাজার ছাড়িয়েছে। আর এবার করোনাকে রুখতে এবার কলকাতায় করা হবে মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোন।

ভোটেরট আবহে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা হানা। গত কয়েকদিন ধরেই শহর জুড়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এরই মাঝে এবার সংক্রমণ এড়াতে নয়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, একটি বাড়িতে ৫ জনের বেশি আক্রান্ত হলে সেই বাড়িকে মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোন করা হবে।

ইসলামপুরে অমিত শাহের রোড শো'তে উপচে পড়া ভিড়

ইসলামপুর, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে রোড শো করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার রোড শো'তে ছিল উপচে পড়া ভিড়। এদিন ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠে নামে শা'র হেলিকপ্টার। এরপর তিনি শহরের পুরোনা বাসস্ট্যান্ড থেকে পুর টার্মিনাস পর্যন্ত রোড শো করেন। ইসলামপুর, চোপড়া, গোয়ালপোখর এবং চাকুলিয়ার বিজেপি প্রার্থীরাও রোড শো'তে উপস্থিত ছিলেন। এদিন তাঁর রোড শো'তে ছিল উপচে পড়া ভিড়।

পানিহাটি ফেরিঘাটে বাজেয়াপ্ত লক্ষাধিক টাকা

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে শুরু হয়ে চতুর্থ দফার ভোট গ্রহণ পর্ব। এরই মাঝে ভোট আবহে মঙ্গলবার পানিহাটি ফেরিঘাটে বাজেয়াপ্ত লক্ষাধিক টাকা। ঘটনার তদন্তে খরদহ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সন্ধ্যাবেলা কোন্নগর থেকে লঞ্চে করে আসার সময় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে খরদহ থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে ৯ লক্ষ টাকা নিয়ে ধরা পরে এক ব্যক্তি। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে পানিহাটি ফেরিঘাটে নজরদারি চালায় পুলিশ। আর তারপরেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে অভিযুক্ত ওই ব্যাক্তি। এরপরেই ওই ব্যক্তিকে আটক করে তার কাছ থেকে টাকা বাজেয়াপ্ত করে খরদহ থানায় নিয়ে যায় তাকে।

ডিমা হাসাওয়ে করোনায় আক্রান্ত দশম শ্রেণির ছাত্রী

হাফলং (অসম), ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে দশম শ্রেণির এক ছাত্রী। হাফলং বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর দেহে মঙ্গলবার করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে।

জানা গেছে, দশম শ্রেণির এই ছাত্রী আগামী ১১ মে থেকে অনুষ্ঠেয় মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে। তাই এই ছাত্রীর সংস্পর্শে আসা অনান্যদের খুঁজে বের করে এদের কোভিড পরীক্ষা করানো হবে বলে জানিয়েছেন ডিমা হাসাও জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. দিপালী বর্মন। মঙ্গলবার দশম শ্রেণির যে ছাত্রীর দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে সেই ছাত্রী হাফলং শহরে দুই তিন জায়গায় প্রাইভেট টিউশন নেয় বলে জানা গেছে। এই ছাত্রীর সংস্পর্শে অনেক ছাত্রছাত্রী হয়ত এসেছে। তাই এ-সব ছাত্রছাত্রীদের এবার শনাক্ত করবে স্বাস্থ্য বিভাগ, জানা গেছে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে ৯ জনে। তাছাড়া গত চারদিনে পাহাড়ি জেলায় কোভিড পরীক্ষা করা হয়েছে প্রায় ৮০০ জনের, জানান ডা. দিপালী বর্মন। আগামী দু-একদিনের মধ্যে নিউ হাফলং স্টেশনে বাইরে থেকে আগত রেল যাত্রীদের করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান ডা. বর্মন। করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ সমগ্র দেশে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু এর পরও জেলায় আমজনতার মধ্যে নেই সচেতনতা। প্রকাশ্য স্থানে বাজারহাটে সামাজিক দূরত্ব নেই। অধিকাংশ মানুষ মানছেন না কোভিড প্রটোকল ও স্বাস্থ্য বিধি। করোনার সংক্রমণ রুখতে ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক পল বরুয়া কোভিড পরীক্ষা বাড়ানোর ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগকে নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সরকারি নীতি নিয়ম ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহ্বান জানান।

জোড়াসাঁকো থানা এলাকায় অ্যাপ ক্যাব উল্টে দুর্ঘটনা

কলকাতা,১৩ এপ্রিল (হি স): করোনা আবহে খাস কলকাতায় ফের দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার এমজি রোড সংলগ্ন রাম চরণ মল্লিক এলকায় অ্যাপ ক্যাব উল্টে দুর্ঘটনা। আহতদের ভর্তি করা হয়েছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর।কিন্ত এরই মাঝে ফের দুর্ঘটনার খবর। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন এমজি রোড সংলগ্ন রাম চরণ মল্লিক এলকা দিয়ে একটি উবের যাচ্ছিল। কিন্ত সেই সময় টাল সামলাতে না পেরে যাত্রী নিয়ে উল্টে যায় ক্যাবটি। আর তাতেই আহত হয় যাত্রী সহ চালক। আহতের ভর্তি করা হয়েছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কিভাবে ঘটল দুর্ঘটনা খতিয়ে দেখছে জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ।

গণিতের নয়া সূত্র উদ্ভাবনের জন্য জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত বরপেটারোডের তাপস সরকার

বরপেটারোড (অসম), ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : বরপেটা রোডে অবস্থিত সেন্ট জোসেফ হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক তাপস কুমার সরকারকে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের জাতীয় পুরস্কার প্রদান করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ এনসিআরটি। 'ফাইন্ডিং আউট স্কোয়ার অব অ্যানি নাম্বার অ্যারেথমেটিকেলি' শীর্ষক গণিতের একটি সূত্র উদ্ভাবন করার জন্য তাপস সরকারকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

যে সকল ছাত্রছাত্রীর গণিতের প্রতি অনীহা বা ভীতি আছে শিক্ষক তাপস সরকার নিজের সৃজনীমূলক শিক্ষা প্রণালীর মাধ্যমে তাদের যাবতীয় ভীতি দূর করে গণিত শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। গণিতের প্রতি তার এই অনবদ্য অবদানের জন্য এর আগেও তিনি রাজ্য ও জেলা স্তরে অনেক পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন। তাপস সরকার বেশ কয়েকটি রাজ্য স্তরের গণিত বিষয়ক আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গবেষণাপত্র পাঠ করে সমাদৃত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার এই কৃতী শিক্ষককে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সেন্ট জোসেফস হাইস্কুলে একটি সভার আয়োজন করা হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফাদার ভিকটর টিগ্গার পৌরোহিত্যে আয়োজিত এই সভায় শিক্ষক রঞ্জিত রায়, রবি কুজুর, হেম উপাধ্যায় বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁরা সকলে তাপস কুমার সরকারের কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেছেন।

করোনা আক্রান্ত পাঠান ছবির ক্রু মেম্বার, আইসোলেশনে শাহরুখ খান

মুম্বাই, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : এবার করোনার হানা শাহরুখ খানের কামব্যাক ছবি 'পাঠান' ছবির সেটে। জানা গেছে, 'পাঠান' ছবির এক ক্রু মেম্বার করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাই আপাতত নিজেকে কোয়রান্টিন করে রেখেছেন কিং খান। যে ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনিও আইসোলেশনেই রয়েছেন। মুম্বইতে দ্বিতীয় দফার শুট চালু হয়েছিল 'পাঠান' ছবির। কিন্তু এরই মধ্যে এই বিপত্তি। ফলে আপাতত স্থগিত রয়েছে শুটিং। সূত্র বলছে, প্রয়োজনে ছবির বাকি সদস্যদেরও কোভিড পরীক্ষা করা হবে। প্রসঙ্গত, অক্ষয় কুমারের রামসেতুর সেটে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন ৪৫ জন সদস্য। অক্ষয় নিজেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ের একাধিক আধিকারিক করোনা সংক্রামিত, যোগী নিভৃতবাসে

লখনৌ, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নিজেকে নিভৃতবাসে পাঠালেন। মঙ্গলবার নিজের টুইটার লিখেছেন, তাঁর দফতরের বেশকয়েকজন আধিকারিকের কোভিড-১৯ পরীক্ষায় পজিটিভ হওয়ায় তিনি নিজেকে নিভৃতবাসে নিয়ে গেলেন। কেননা 'আমি তাঁদের সংস্পর্শে ছিলাম। তার ফলে আগাম সর্তকতা নেওয়ার জন্যই সেল্ফ আইসোলেশনে থেকে ভার্চুয়ালি সরকারি কাজ করব' বলে টুইটারে তিনি জানান।

প্রসঙ্গত উত্তরপ্রদেশ সরকার নবরাত্রি এবং রমজানে উৎসব পালনের জন্য আগাম সর্তকতা নেওয়ার জন্য সরকারিভাবে ঘোষণা করেছে, ধর্মীয় স্থানে একসাথে ৫ জনের বেশি যাতে জমায়েত না হয়।

কাছাড়ে নতুন আরও ১৩ জন করোনা পজিটিভ, জেলায় মোট আক্রান্ত ৯৪

শিলচর (অসম), ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : কাছাড় জেলায় করোনা পজিটিভ আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৪। এর মধ্যে ১২ জন কোভিড আক্রান্ত হাসপাতালে এবং ৮২ জন হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। দ্রুতগতিতে জেলায় করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আতঙ্ক তাড়া করছে সাধারণ জনগণকে।

কাছাড় জেলায় আজ মঙ্গলবার নতুন করে আরও ১৩ জনের শরীরে অতিমারি করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরী জানিয়েছেন, আজ মোট ১৩ জন করোনা পজিটিভ আক্রান্ত হয়েছেন। রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে তিনজন এবং আরটিপিসিআর টেস্টে ১০ জনের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। রাত ৮-টা পর্যন্ত করোনা টেস্টের এই তথ্য প্রকাশ হয়েছে। আজকের ১৩ জন মিলে জেলায় সক্রিয় পজিটিভ আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে মোট ৯৪ জন। কাছাড় জেলায় শুরু থেকে এ পর্যন্ত কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১,৬২১ জন। জেলায় কোভিড আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মোট ৩৯ জনের মৃত্যু ঘটেছে। কাছাড় জেলায়ও করোনার দ্বিতীয় ঢেউ প্রভাব বিস্তার শুরু হওয়ায় জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

হরেকরকম   হরেকরকম   হরেকরকম

ঘরে থেকে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার পন্থা

'ওয়ার্ক ফ্রাম হোম' পদ্ধতিতে বেশি দিন কাজ করলে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। আর ঘরে থেকে অফিসের কাজ করার দিনও সহজে শেষ হচ্ছে না। ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া'য়ের এক গবেষণায় দাবি করা হয়, ঘরে বসে অফিস করার কারণে কর্মীদের কাছ থেকে কাজের চাহিদা যেমন বেড়েছে, তেমনি কর্মীদের কাজ থেকে মনযোগ হারানোর বিষয়ও বেড়েছে।

এছাড়াও সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগের ঘাটতি তৈরি হওয়াতে কর্মীদের কার্যসম্পাদন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

তাই ঘরে থেকেও সুস্থ মস্তিষ্কে কাজ করার কয়েকটি পন্থা জানানো হল মানসিক স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

পূর্ব পরিকল্পনা: সহকর্মী বা ঊর্ধতন কর্মকর্তার ক্রমাগত কাজের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার চাপ না থাকলে ঘরে বসে কাজের পরিমাণ আর সময়ের খেয়াল হারিয়ে যাওয়া খুবই সহজ। এজন্য কাজের শুরুতেই পুরো দিনের পরিকল্পনা করে নিতে হবে। এই পরিকল্পনায় শুধু অফিসের কাজ নয় ব্যক্তিগত কাজগুলোর জন্যই সময় বেঁধে নিতে হবে। তাই দিনের শুরুতেই পুরো দিনের রুটিন সাজিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা ভালো।

পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি: ঘরে বসে পুরো অফিসের সময়টুকু যে শুধু অফিসের কাজই করবেন আর কোনো দিকে মনযোগ দেবেন না এমনটা হওয়া অনেকের জন্যই অসম্ভব। সংসারের খুটিনাটি কাজ, বাড়িতে কোনো অতিথি আসা, সন্তান সামলানো ইত্যাদি নানান কাজে যুক্ত হতে হবে ওই অফিসের কাজের সময়ই। এই পরিস্থিতিগুলোতে মন মেজাজ শান্ত রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে অফিস আর ব্যক্তিগত জীবন সবখানেই আপনার দায়িত্ব আছে। এসবের জন্য মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হবে।

কাজের স্থান নির্বাচন করা: এক বছর ধরে 'হোম অফিস' করার সুবাদে অনেকেই ঘরেই একটা অফিস বানিয়ে নিয়েছেন ইতোমধ্যেই। যারা এখনও তা করেননি কিংবা করার সুযোগ নেই তাদের উচিত ঘরের একটা নিরিবিলি স্থান ঠিক করে নেওয়া যে এখানেই আপনি কাজ করবেন। পর্যাপ্ত আলো বাতাস আসে, ঘরের অন্যান্য কোলাহল কম এমন স্থান নির্বাচন করুন।

সীমারেখা তৈরি করা: ঘরে বসে অফিস মানে হল অফিস যাওয়ার তড়িঘড়ি নেই, আবার দিনশেষে বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। ফলে সময় জ্ঞান হারিয়ে যেতে পারে। এজন্য কাজ শুরু ও শেষ করার সময় নির্ধারিত করে নিতে হবে। কাজের সময় ঢিলেমি না করে ওই সময়সীমার মধ্যেই কাজ শেষ করার পূর্ণাঙ্গ চেষ্টা করাই শ্রেয়। আর কর্মকর্তাদেরও উচিত হবে কর্ম ঘণ্টার বাইরে কাজের চাপ না দেওয়া।

কাজের পোশাক: ঘরেই অফিস বলে ঘরের পোশাকেই সারাদিন পার করাটা আরামদায়ক হবে। তবে সেই পোশাকে কাজের মনভাব আসবে না, আলসেমি কাটবে না। তাই ফিটফাট না হলেও ঘরে পরা পোশাক বদলে পরিপাটি ও আরামদায়ক কোনো পোশাক পরে কাজে বসা উচিত।

বিরতি নিন: লকডাউন হলেও দিনে একদুবার বাইরে যাওয়া উচিত। মানুষের ভীড় কম এমন কোথাও একটু হাঁটা, ঘরের কোনো কাজ সেরে আসা কিংবা ছাদ থেকে বেড়িয়ে আসা ইত্যাদি মনকে প্রফুল্ল করবে। সারাদিন ঘরে নিজেকে আটকে রাখে কাজে ডুবে থাকলে মনমরা হয়ে পড়বেন অল্পতেই। এতে কাজে তো মন বসবেই না, বরং কাজের পরেও মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে থাকবেন।

ঘরে থেকে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার পন্থা

'ওয়ার্কফ্রম হোম' পদ্ধতিতে বেশি দিন কাজ করলে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে।আর ঘরে থেকে অফিসের কাজ করার দিনও সহজে শেষ হচ্ছে না। ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া'য়ের এক গবেষণায় দাবি করা হয়, ঘরে বসে অফিস করার কারণে কর্মীদের কাছ থেকে কাজের চাহিদা যেমন বেড়েছে, তেমনি কর্মীদের কাজ থেকে মনযোগ হারানোর বিষয়ও বেড়েছে। এছাড়াও সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগের ঘাটতি তৈরি হওয়াতে কর্মীদের কার্যসম্পাদন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

তাই ঘরে থেকেও সুস্থ মস্তিষ্কে কাজ করার কয়েকটি পন্থা জানানো হল মানসিক স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

পূর্ব পরিকল্পনা: সহকর্মী বা ঊর্ধতন কর্মকর্তার ক্রমাগত কাজের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার চাপ না থাকলে ঘরে বসে কাজের পরিমাণ আর সময়ের খেয়াল হারিয়ে যাওয়া খুবই সহজ। এজন্য কাজের শুরুতেই পুরো দিনের পরিকল্পনা করে নিতে হবে। এই পরিকল্পনায় শুধু অফিসের কাজ নয় ব্যক্তিগত কাজগুলোর জন্যই সময় বেঁধে নিতে হবে। তাই দিনের শুরুতেই পুরো দিনের রুটিন সাজিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা ভালো।

পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি: ঘরে বসে পুরো অফিসের সময়টুকু যে শুধু অফিসের কাজই করবেন আর কোনো দিকে মনযোগ দেবেন না এমনটা হওয়া অনেকের জন্যই অসম্ভব। সংসারের খুটিনাটি কাজ, বাড়িতে কোনো অতিথি আসা, সন্তান সামলানো ইত্যাদি নানান কাজে যুক্ত হতে হবে ওই অফিসের কাজের সময়ই। এই পরিস্থিতিগুলোতে মন মেজাজ শান্তরাখতে হবে। মনে রাখতে হবে অফিস আর ব্যক্তিগত জীবন সবখানেই আপনার দায়িত্ব আছে। এসবের জন্য মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হবে। কাজের স্থান নির্বাচন করা: এক বছর ধরে 'হোম অফিস' করার সুবাদে অনেকেই ঘরেই একটা অফিস বানিয়ে নিয়েছেন ইতোমধ্যেই। যারা এখনও তা করেননি কিংবা করার সুযোগ নেই তাদের উচিত ঘরের একটা নিরিবিলি স্থান ঠিক করে নেওয়া যে এখানেই আপনি কাজ করবেন। পর্যাপ্ত আলো বাতাস আসে, ঘরের অন্যান্য কোলাহল কম এমন স্থান নির্বাচন করুন।

সীমারেখা তৈরি করা: ঘরে বসে অফিস মানে হল অফিস যাওয়ার তড়িঘড়ি নেই, আবার দিনশেষে বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। ফলে সময় জ্ঞান হারিয়ে যেতে পারে। এজন্য কাজ শুরু ও শেষ করার সময় নির্ধারিত করে নিতে হবে। কাজের সময় ঢিলেমি না করে ওই সময়সীমার মধ্যেই কাজ শেষ করার পূর্ণাঙ্গ চেষ্টা করাই শ্রেয়। আর কর্মকর্তাদেরও উচিত হবে কর্ম ঘণ্টার বাইরে কাজের চাপ না দেওয়া।

কাজের পোশাক: ঘরেই অফিস বলে ঘরের পোশাকেই সারাদিন পার করাটা আরামদায়ক হবে। তবে সেই পোশাকে কাজের মনভাব আসবে না, আলসেমি কাটবে না। তাই ফিটফাট না হলেও ঘরে পরা পোশাক বদলে পরিপাটি ও আরামদায়ক কোনো পোশাক পরে কাজে বসা উচিত।

বিরতি নিন: লকডাউন হলেও দিনে একদুবার বাইরে যাওয়া উচিত। মানুষের ভীড় কম এমন কোথাও একটু হাঁটা, ঘরের কোনো কাজ সেরে আসা কিংবা ছাদ থেকে বেড়িয়ে আসা ইত্যাদি মনকে প্রফুল্ল করবে। সারাদিন ঘরে নিজেকে আটকে রাখে কাজে ডুবে থাকলে মনমরা হয়ে পড়বেন অল্পতেই। এতে কাজে তো মন বসবেই না, বরং কাজের পরেও মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে থাকবেন

বহু বেশে বান

এ দেশেই নয়, সারা পৃথিবীতেই লকডাউনের অবসরযাপনের সেরা উপায় হিসেবে বেকিংয়ের চর্চা বেড়ে গিয়েছিল, যা জারি রয়েছে এখনও। দোকানের মতোই নরম, স্বাদু, ফুলকো বান যদি বাড়িতে তৈরি করে ফেলা যায়, মন্দ কী! ময়দা, চিনি, মাখন, দুধ আর ইস্টের মিশ্রণে তৈরি এই ব্রেড রোলের ভিতরে পছন্দসই ফিলিং ভরে তৈরি করে ফেলা যায় নানা ধরনের বান। পুর আর ফোল্ডের রকমফেরেই বদলে যায় বানের আকার আর স্বাদ। কোনওটি চায়ের সঙ্গে 'টা' হিসেবে, আবার কোনওটি ছোটদের জলখাবার হিসেবে। বাড়িতে অতিথি এলে দোকান থেকে কিনে না এনে, বাড়ির তৈরি বানেই আপ্যায়ন করুন।

চিকেন স্টাফড ব্রেডেড বান

উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, দুধ ১ কাপ, চিনি ১/৪ কাপ, নুন ৩/৪ চা-চামচ, ডিম ২টি (ফেটানো), মাখন/সাদা তেল ৩ টেবিল চামচ, অ্যাক্টিভ ড্রাই ইস্ট ১ টেবিল চামচ, সাদা তিল ও কালো তিল অল্প করে।

পুরের জন্য: চিকেন কিমা ৩০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ১টি, রসুন কুচি ১ চা-চামচ, গোলমরিচ এক চিমটে, দুধ ও ময়দা মিশিয়ে বানানো হোয়াইট সস, চিজ ১ কিউব, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী: প্রথমে ঈষদুষ্ণ গরম জলে ১ চামচ চিনি গুলে ১ চামচ ইস্ট মিশিয়ে নিয়ে খানিকক্ষণ রেখে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পরে সেখানে বুদ্বুদ তৈরি হবে ও ইস্ট অ্যাক্টিভ হয়ে উঠবে। ময়দায় ডিম, মাখন/সাদা তেল ও নুন মিশিয়ে নিতে হবে। এ বার সেই ইস্ট মেশানো জল দিয়ে ভাল করে ময়দা মাখতে হবে। মাখা হয়ে গেলে চাপা দিয়ে রেখে দিতে হবে অন্তত ঘণ্টা দুয়েক। ময়দার ডো ফুলে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে উঠবে। ততক্ষণে চিকেনের পুর তৈরি করে ফেলতে হবে। প্যানে সাদা তেল/মাখন গরম করে, একে একে রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি ও চিকেন দিয়ে ভেজে নিতে হবে। স্বাদমতো নুন ও গোলমরিচ দিতে হবে। সামান্য দুধ দিয়ে তাতে অল্প অল্প করে ময়দা মিশিয়ে নিয়ে হোয়াইট সস বানাতে হবে। এতে চিজ কিউব দিন। ময়দাটা আর একবার ভাল করে মেখে নিয়ে লেচি কেটে তার মধ্যে পুর ভরে নিন। ব্রেডেড বানের ক্ষেত্রে লম্বাটে লেচি কেটে মাঝে পুর ভরে দু'পাশটা মুড়ে দিতে হবে ক্রিসক্রস ভাবে। বেক করার আগে ৩০ মিনিট রেখে দিন। উপরে সামান্য এগ ব্রাশ করে তিল ছড়িয়ে দিন। কনভেকশন মোডে ১৮০ ডিগ্রিতে ১৫ মিনিট বেক করলেই তৈরি বান। পনির জিঙ্গি র্যাপ/পনির পার্সেল

উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, দই ১/৪ কাপ, চিনি ১ টেবিল চামচ, নুন ৩/৪ চা-চামচ, মাখন/সাদা তেল ২ টেবিল চামচ, অ্যাক্টিভ ড্রাই ইস্ট/বেকিং পাউডার ১ টেবিল চামচ।

স্টাফিংয়ের জন্য: পনির কিউব ৫০ গ্রাম, আদা বাটা ১ চা-চামচ, গরমমশলা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, লাল লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, চিজ কিউব ২-৩টি।

প্রণালী: ময়দায় অ্যাক্টিভেটেড ইস্ট, দই, নুন, চিনি আর মাখন/সাদা তেল মিশিয়ে মেখে রাখতে হবে দু'ঘণ্টা। প্যানে তেল গরম করে আদা বাটা দিন। পনির ছোট ছোট টুকরোয় কেটে তেলে ছেড়ে দিন তার পরে। ভাজার সময়ে নুন, অল্প চিনি, গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিন। রান্না হয়ে এলে নামিয়ে ময়দার লেচি তৈরি করে নিন। লুচির আকারে বেলে নিয়ে মাঝে স্টাফিং ভরে চিজ গ্রেট করে দিন। র্যাপ ও পার্সেলের ক্ষেত্রে ফোল্ডিং আলাদা হবে। র্যাপের ক্ষেত্রে দু'পাশ দিয়ে মুড়িয়ে নিতে হবে। পার্সেলে ত্রিকোণাকৃতি লেচির একটি কোণ এনে উল্টো দিকের মাঝ বরাবর আটকে দিতে হবে। আধঘণ্টা রেখে উপরে দুধ ব্রাশ করে প্রি-হিটেড আভেনে ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ১৫-২০ মিনিট বেক করে নিতে হবে।

সুইট টুটিফ্রুটি বান

উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, দই ২ টেবিল চামচ, চিনি ৩ টেবিল চামচ, নুন এক চিমটে, মাখন ২ টেবিল চামচ, অ্যাক্টিভ ড্রাই ইস্ট ১ টেবিল চামচ, গুঁড়ো দুধ ৩ টেবিল চামচ, টুটি-ফ্রুটি ৩-৪ টেবিল চামচ।

প্রণালী: ময়দায় নুন, চিনি, মাখন, অ্যাক্টিভেটেড ইস্ট, দই সব মিশিয়ে ভাল করে মেখে রাখতে হবে এক ঘণ্টা। গোল আকারে গড়ে নিয়ে উপরে টুটিফ্রুটি দিয়ে সাজিয়ে নিতে হবে। চাইলে বানের ভিতরেও টুটিফ্রুটি দিতে পারেন। বেক করার আগে উপরে সামান্য দুধ ব্রাশ করে নিতে হবে। প্রি-হিটেড আভেনে ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২০ মিনিট বেক করে নিন।

চকলেট ক্রসোঁ

উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, চিনি ১ টেবিল চামচ, নুন ৩/৪ চা-চামচ, ডিম ২টি (ফেটানো), মাখন ৩-৪ টেবিল চামচ, অ্যাক্টিভ ড্রাই ইস্ট ১ টেবিল চামচ, চকলেট বার ১টি।

প্রণালী: ইস্ট অ্যাক্টিভেট হলে তা ডিম, নুন, চিনি মেশানো ময়দায় মিশিয়ে মেখে নিতে হবে। রেখে দিতে হবে এক ঘণ্টা। রুটির আকারে বেলতে হবে ও এক-একটা রুটি মাখন ব্রাশ করে পরপর সাজিয়ে স্তর বানাতে হবে। এ ভাবে ৭-৮টি স্তর তৈরি হলে ত্রিকোণ করে কেটে নিয়ে চওড়া দিকে চকলেট ভরে মুড়ে রেখে দিতে হবে ৩০ মিনিট। এগ ব্রাশ করে প্রি-হিটেড

আভেনে বেক করতে হবে মিনিট পনেরো। ক্রসোঁর ভিতরের চকলেট গলে ক্রিমে পরিণত হবে। তার পর পরিবেশন করুন গরম গরম সুস্বাদু চকলেট ক্রসোঁ।

কাবাব বান

উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, দই ১/৪ কাপ, চিনি ১/২ টেবিল চামচ, নুন এক চিমটে, মাখন ২ টেবিল চামচ, অ্যাক্টিভ ড্রাই ইস্ট/বেকিং পাউডার ১ টেবিল চামচ, মিক্সড হার্বস, চিলি ফ্লেক্স, অরিগ্যানো অল্প করে, গোলমরিচ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, চিজ কিউব ৩-৪ টি, চিকেন সসেজ/কাবাব।

প্রণালী: ময়দায় ইস্ট, দই, নুন, চিনি, মাখন মিশিয়ে মেখে হালকা হাতে মাখন লাগিয়ে ডো বানিয়ে নিন। তার পর তা রেখে দিন এক ঘণ্টা। চিকেন সসেজ/কাবাব অর্ধেক করে কেটে অল্প মাখনে হালকা সতে করে নিন। ডো থেকে লেচি কেটে পছন্দের শেপ দিয়ে তাতে সতে করে রাখা সসেজ/কাবাব ভরে উপরে চিজ কিউব বসিয়ে ভাঁজ করে নিন। এ বার উপর থেকে অল্প করে মিক্সড হার্বস, চিলি ফ্লেক্স, অরিগ্যানো আর গোলমরিচ গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। প্রি-হিটেড আভেনে ১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কনভেকশন মোডে ১৫ মিনিট বেক করলেই তৈরি হয়ে যাবে কাবাব বানস।

ওজন কমাতে রাতের খাবারের সঠিক সময়

ওজন কমাতে চাইলে রাতের খাবার সঠিক সময়ে খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সকালের নাস্তা, দুপুরের ও রাতের খাবার ওজন কমানোর যাত্রায় ইতিবাচক অবদান রাখে। তাই এ বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত। স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ওজন কমাতে রাতের খাবার খাওয়ার সঠিক সময় সম্পর্কে জানানো হল। গবেষণা অনুযায়ী, যে ক্যালরি আমরা খরচ করতে পারি না তা চর্বি হিসেবে শরীরে জমা থাকে। আর রাতের খাবার খাওয়ার পরেই ঘুমিয়ে পড়া শরীরের কার্যকারিতা কমায় ও কার্যক্রমের ওপর প্রভাব ফেলে। ঘুমানোর কাছাকাছি সময়ে রাতের খাবার খাওয়া হলে তা রক্তে শর্করা ও ইন্সুলিনের মাত্রা বাড়ায়, যা রাতে ঘুমের ব্যঘাত ঘটায়। তাই বলা হয়, 'নাস্তা হবে রাজার মতো, দিনের খাবার হবে রাজপুত্রের মতো আর রাতের খাবার হবে ভিখারির মতো।' রাতের খাবার দিনের সবশেষ খাবার। তাই সেটা সবচেয়ে হালকা হওয়া উচিত। আর অবশ্যই রাতে ঘুমাতে যাওয়ার কম পক্ষে তিন ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত। বেশি রাতে খাবার খাওয়া ওজন বৃদ্ধি করে।

ওজন কমাতে সহায়ক এমন দুটি কৌশল

- রাতের খাবার দিনের সবচেয়ে হাল্কা খাবার হবে।
- রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ মুহূর্তে খাবার খাওয়া ঠিক নয়। কমপক্ষে তিন ঘন্টা আগে রাতের খাবার খাওয়া উচিত।

রাতে দেরিতে খাবার খাওয়ার ছয়টি ক্ষতিকর দিক

- রাতে দেরিতে খাওয়া 'সার্কাডিয়ান' বা ঘুম চক্রে ব্যাঘাত তৈরি করে। আর রাতে মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা বাড়ায়।
- দেরিতে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। এটা এক ধরনের বদভ্যাসও বটে। - রাতে মিষ্টি খেলে হঠাৎ রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।
- মেলাটনিন নামক হরমোন আরাম অনুভূত হতে সহায়তা করে। এর মাত্রা কমে গেলে রাতে ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়।

ঘুমের মধ্যে কমিয়ে ফেলুন ওজন

ওজন বাড়ছে। ক্রমশ জবাব দিচ্ছে ওয়েট মেশিন। সেই নিয়ে চিন্তায় রাতে ঘুম উড়ে গিয়েছে তো। তাহলে এবার কাজের কথা বলি। রাতের ঘুম না উড়িয়ে বরং বেশি করে ঘুমোন। চিন্তা বাদ দিয়ে ঘুমই আপনাকে বাতলে দেবে ওজন কমানোর রাস্তা। অবাক হচ্ছেন? সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা বলছে, রাতের ঘুমেই লুকিয়ে রয়েছে ওজন কমার চাবিকাঠি। তাই চিন্তাতে ঘুম না উড়িয়ে চিন্তামুক্ত হয়ে ঘুমোন। তবেই ওজন কমতে শুরু করবে। গবেষকরা বলছেন, ঘুমের মধ্যে বেশ কিছু কার্যকলাপ যেমন, সিল রিপেয়ার ও গ্রোথ বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ে। সেভাবেই আপনার শরীরও ঘুমের মধ্যে বেশ কিছুটা ক্যালোরি বার্ণ করতে সক্ষম যদি সঠিক পদ্ধতি মেনে ঘুমানো যায়। কি খাচ্ছেন, কতক্ষণ ঘুমোচেছন, কীভাবে ঘুমোচ্ছেন, এই সব ফ্যাক্টর অবস্য কাজ করে ক্যালোরি বার্ণ করার পরিমাণের ওপর। এছাড়াও শরীরে তাপমাত্রা কত ও ঘরের অবস্থানও প্রভাব ফেলে দেহের ওজন করার ক্ষেত্রে।

অন্ধকারে ঘুমোন ঃ যখন ঘুমোতে যাচ্ছেন, তখন খেয়াল রাখুন যেন আপনার ঘরে আলো না জ্বলে। একদম ঘর অন্ধকার করে ঘুমোন। এতে মস্তিষ্ক রিল্যাক্স করার অবকাশ পায়। মানুষের শরীর মেলাটনিন নামে এক হরমোন উৎপাদন করে, যা মানুষের ঘুমের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। এই হরমোনের প্রভাবই আমাদের ঘুম পায় ও গভীরভাবে ঘুমাতে পারি আমরা। এই হরমোন মূলত উৎপাদিত হয় রাত ১১ টা থেকে ভোর ৩টে পর্যন্ত। ফলে এই সময়টাই ঘুমের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

নির্দিষ্ট ও পর্যাপ্ত সময় ধরে ঘুমান ঃ একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। ঘুম না হলে শারীরিক ক্লান্তি কাটে না। মানসিক ক্লান্তিও চেপে ধরে। খিদে বেশি পায়, যাতে ওজন বাড়াটা অবশ্যম্ভাবী। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণ সম ধরে ঘুমান। অনেক সমীক্ষা জানাচ্ছে ঠিকঠাক ঘুম না হলে শরীরের কোষগুলি কার্যক্ষমতা হারা ও ইনসুলিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এতেই জন্ম নেয় ওবেসিটি।

ঘুমের সময় কোনও যন্ত্র নয় ঃ মোবাইল, ট্যাব, ল্যাপটপ, টিভি থেকে দূর থাকুন ঘুমের সময়। কারণ এই সব যন্ত্র থেকে নীল রশ্মি বেরোয়, তা মেলাটোনিন উৎপাদন কমিয়ে দেয়। ফলে ঘুম আসে না। পরিপাক ক্রিয়াও ব্যহত হয়।

মুরগির মাংস মেশানো কাশ্মীরি রান্না আখনি পোলাও এ বার বাড়িতেই!

অতিথি আসার কথা শুনলেই কপালে চিন্তার ভাঁজ। কী রেঁধে খাওয়াবেন অতিথিকে? এখন যদিও অনলাইনে একটা ক্লিকেই আপনার পছন্দের খাবার নিয়ে বাড়ির গেটে এসে হাজির হবেন ডেলিভারি বয়। তবে হোটেল থেকে কেনা খাবারে তেল-মশলার ভয়। তেমন আন্তরিকতাই বা কোথায়! তা হলে এখন উপায়?

পোলাও খেতে সবাই কমবেশি ভালবাসেন। আর সেই পোলাওয়ে যদি মিশে যায় মুরগি, তা হলে কেমন হবে? মুরগির মাংস মেশানো কাশ্মীরী আখনি পোলাও বানিয়ে চমকে দিন অতিথিদের। 'আখনি' শব্দের অর্থ হল মশলাদার স্টক বা স্যুপ। এই রান্নার ক্ষেত্রে পোলাওয়ের চালটি সেদ্ধ করা হয় এই আখনির জলেই। এই রান্না শুধু স্বাদেই নয়, গন্ধেও সেরা।

আখনি পোলাও নিজেই একটা 'ফুল পট মিল'! তাই আলাদা করে এর সঙ্গে চিকেন মটনের অন্য কোনও পদ পরিবেশনের প্রয়োজন পড়ে না। আখনি পোলাও, রায়তা আর স্যালাডের সঙ্গে পরিবেশন করলেই জমে যাবে লাঞ্চ কিংবা ডিনার। কী কী প্রয়োজন আর কী ভাবে বানাবেন, রইল হদিশ।

প্রণালী: প্রথমে একটি পাত্রে জল নিয়ে তাতে আদা, রসুন এবং পেঁয়াজ দিন। বাকি সব শুকনো মশলা একটি কাপড়ে নিয়ে পুঁটুলির মত বেঁধে জলে দিয়ে দিন। এখন মুরগির টুকরোগুলোও এই জলে দিয়ে দিন। গ্যাস হালকা আঁচে রেখে সব সিদ্ধ করে নিন। মুরগির মাংস সেদ্ধ হয়ে সুন্দর একটা গন্ধ বার হলে আলাদা পাত্রে জলটা ছেঁকে রেখে দিন। মুরগিও আলাদা পাত্রে তুলে রাখুন। মশলাগুলো ফেলে দিন।

পোলাও তৈরি করার জন্য একটি পাত্রে তেল গরম করে নিন। এর পর তেলে গোটা গরম মশলা, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ কুঁচি, আদা বাটা এবং রসুন বাটা দিয়ে দিন। সব একসঙ্গে কষিয়ে পোলাও চাল দিয়ে ভাজুন। চাল ভাজা হলে এতে আখনির জল যোগ করুন। জল ফুটে উঠলে নুন এবং কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন। সেদ্ধ করে রাখা মাংস তেলে ফ্রাই করে নিন। চান ৭৫ শতাংশ সেদ্ধ হয়ে এলে ভেজে রাখা মাংসগুলো দিয়ে পাত্র ঢেকে অল্প আঁচে পোলাওটা রান্না করে নিন। বেরেস্তা ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন কাশ্মীরি আখনি পোলাও।

কোন রুটি বেশি উপকারী?

ডায়াটিশিয়ানদের মতে, ময়দা বাদ দিয়ে যে কোনও আটার রুটিই উপকারী। বাজরা, জোয়ার, রাগি, গম, ভুট্টার আটার রুটি ঘুরিয়েফিরিয়ে খাওয়া যায়। তবে গমের আটার রুটি খেয়ে অনেকে অভ্যস্ত। তাই হজমও হয় সহজে। তুলনামূলক ভাবে বাজরা, রাগি ও ভুট্টার রুটি অনেক মোটা হয়। তাই তা হজম করাও একটু কঠিন। তাই প্রথম দিকে অল্প পরিমাণে খেয়ে দেখুন। হজম করতে পারলে পরিমাণ বাড়াবেন। অন্য দিকে শিশুদের জন্য ডালিয়া বা গমের আটার রুটিই সহজপাচ্য। সুবর্ণা বললেন, "ডালিয়ার রুটিতে ফাইবার যেমন থাকে, তেমনই ওজন কমাতেও সহায়ক। তাই শিশু থেকে বয়স্কদের ডালিয়ার রুটি খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকি।" শুকনো ডালিয়া মিক্সিতে গুঁড়িয়ে, তাতে জল মিশিয়ে মণ্ড তৈরি করে রুটি বানানো যায়। অন্যান্য আটার গুণ মাথায় রেখে সেই রুটিও অল্প করে খাওয়ানো শুরু করতে পারেন। সন্তান হজম করতে পারলে পরিমাণ বাড়াবেন। ওটস ও কিনোয়ার রুটিও খেতে পারেন। ওজন কমাতে সহায়ক।

মনে রাখবেন

রুটির গুণ ও স্বাদ বাড়াতে অন্যান্য উপাদানও মেশাতে পারেন। কোয়েলের কথায়, "আটার সঙ্গে ছাতু মিশিয়ে রুটি তৈরি করলে তার স্বাদ বাড়ে, পুষ্টিগুণও বৃদ্ধি পায়।" একই ভাবে পালং শাকও মেশাতে পারেন আটার মণ্ডে। আটা কেনার সময়েও লেবেল দেখে কিনবেন। কারণ, আটা তৈরির প্রক্রিয়ায় কিছুটা পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। পলিশড আটার চেয়ে চাকিতে পেষানো আটায় খাদ্যগুণ বেশি। তবে প্রত্যেক ধরনের রুটি তৈরির পদ্ধতি আলাদা এবং স্বাদও ভিন্ন। তাই রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক করুন কীসের রুটি খাবেন। সব রকম রুটি ঘুরিয়েফিরিয়ে খেলেই উপকার বেশি।

গাজন। মঙ্গলবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

দিলীপকে চিঠি কমিশনের, শীতলকুচি নিয়ে মন্তব্যে জবাব তলব

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): কোচবিহারের শীতলকুচি নিয়ে ”বেফাঁস” মন্তব্যের জের, বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে নোটিস দিল নির্বাচন কমিশন। বুধবার সকাল দশটার মধ্যে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দিলীপকে। চতুর্থ দফার ভোটের দিন, শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে ৪ যুবকের মৃত্যু নিয়ে তোলপাড় হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। ওই ঘটনাকে গত রবিবার ‘গণহত্যা’র সঙ্গে তুলনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর পরবর্তী দিন, রবিবার দিলীপ বলেন, “ভয় দেখিয়ে রাজনীতি করার দিন চলে গিয়েছে। ভয় উপেক্ষা করে মানুষ ভোট দিচ্ছেন। ১৭ তারিখ সকালেও লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিন। বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। কেউ লাল চোখ দেখাতে পারবে না। আমরা আছি। আর যদি বাড়াবাড়ি করে, শীতলকুচিতে দেখেছেন কী হয়েছে। জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে।” কোচবিহারের শীতলকুচির ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতির বিতর্কিত মন্তব্যের জেরেই মঙ্গলবার তাঁকে নোটিস দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রসঙ্গত, দিলীপের মন্তব্যের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন। এদিকে, গত ২৯ মার্চের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিজেপি নেতা তথা নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীকে সতর্ক করে দিল নির্বাচন কমশিন। শুভেন্দুর জবাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। ২৯ মার্চের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে শুভেন্দুকে জবাব দিতে বলেছিল নির্বাচন কমিশন, শুভেন্দু জবাব দেন ৯ এপ্রিল। শুভেন্দুর জবাবে মোটেও সন্তুষ্ট হয়নি নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু থাকাকালীন জনসমক্ষে ”বিতর্কিত” মন্তব্য করা থেকে তিনি যেন বিরত থাকেন।

সক্রিয় রোগী ২৪,১৩১ জন, ৭ বেড়ে তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু ১,৭৭২

হায়দরাবাদ, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): তেলেঙ্গানায় নতুন করে আরও ৭ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র ৩,০৫২ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৫৮১ জন। মোট আক্রান্তের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩,০৬,৬৭৮ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ৭ জনের মৃত্যুর পর তেলেঙ্গানায় করোনা কেড়েছে ১,৭৭২ জনের প্রাণ।

মঙ্গলবার তেলেঙ্গানায় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-সংক্রমিত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,০৫২ জন। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৭৭৮ জন। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২৪,১৩১ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ৩,০৬,৬৭৮ জন।

রমজানের আন্তরিক শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী সহ বহুজনের

গুয়াহাটি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে রাজ্যের সমস্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল সহ বেশ কয়েকজন।

মঙ্গলবার এক বিবৃতির মাধ্যমে রমজান উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শান্তি-সম্প্রীতি এবং একতার বার্তা ছড়াতে টানা এক মাস ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা রমজানের রোজা পালন করবেন। এই এক মাস পরম ভক্তিভরে উপবাসে থেকে মুসলমান জনসাধারণ বিশ্ব শান্তি, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সম্প্রীতির নিদর্শন অটুট রাখতে সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা জানাবেন। রমজানের এই পবিত্র ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ শান্তি-সম্প্রীতির মাধ্যমে সমাজজীবনকে আরও অধিক শক্তিশালী করতে প্রেরণা জোগাবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।

এদিকে একইভাবে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অন্যান্য মন্ত্রী, বিধায়ক, প্রায় সব দলের নেতা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা, অগপ সভাপতি অতুল বরা প্রমুখ।

ধরণা প্রসঙ্গে কটাক্ষ মমতাকে, শীতলকুচির ঘটনার সিবিআই তদন্ত দাবি অধীরের

কুমারগঞ্জ, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : নির্বাচন কমিশনের প্রচার-নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে মঙ্গলবার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ধরণা দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনা প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। এর সঙ্গে, গত শনিবার কোচবিহারের শীতলকুচি বিধানসভার ১২৬ নম্বর বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে ৪ জনের মৃত্যুর ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অধীর।

মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জের নির্বাচনী জনসভায় তৃণমূলনেত্রীকে কটাক্ষ করে অধীর জানিয়েছেন, “শীতলকুচির ঘটনার প্রতিবাদের নামে নাটক করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উচিত ছিল, গুলি চালানোর ঘটনার পর উস্কানিমূলক মন্তব্য করা বিজেপি নেতাদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো।” কুমারগঞ্জের ওই জনসভায় অধীর বলেন, “আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি শীতলকুচি-কাণ্ডের সিবিআই তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করবেন তিনি।“ একাধিক নির্বাচনী জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘেরাও করার কথা এবং সংখ্যালঘু ভোটকে একজোট করা প্রসঙ্গে নানা মন্তব্য করেছিলেন মমতা। সে কারণে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ২৪ ঘন্টা (সোমবার রাত ৮টা থেকে মঙ্গলবার রাত ৮টা) মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূলনেত্রীর নির্বাচনী প্রচারে নিষেধাজ্ঞা করা হয়। এর প্রতিবাদে মমতা মঙ্গলবার দুপুরে মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসেন। প্রায় সাড়ে ৩ ঘন্টা পরে বিকেলে ধর্নায় ইতি টানেন তিনি ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৪৬০ জনের, আমেরিকায় নতুন করোনা-আক্রান্ত ৫৬,৫২২

ওয়াশিংটন, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ৪০০-র ছাড়িয়ে গেল। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬,৫২২ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪৬০ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩১,৯৯০,১৪৩-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৪৬০ জন বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার ২৯৮ জনের ।জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬ হাজার ৫২২ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৬০ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩১,৯৯০,১৪৩-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৪,৫৬০,৮৫৬ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬,৮৫২,৯৮৯ জন।

করোনা-আক্রান্ত সন্তোষ গাঙ্গোয়ার, সরোজ পান্ডেও কোভিড পজিটিভ

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ গাঙ্গোয়ার। তবে, করোনা উপসর্গ নেই বলেই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ গাঙ্গোয়ার ছাড়াও কোভিড-সংক্রমিত হয়েছেন বিজেপি সাংসদ সরোজ পান্ডে। সরোজ পান্ডে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ ভর্তি হয়েছেন। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, ’আমার করোনা টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। কোনও উপসর্গ নেই। আমার সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের অনুরোধ করছি, দয়া করে করোনা সেফটি নিয়ম মেনে চলুন। আমরা একসঙ্গে এই মহামারীকে জিতব।’বিজেপি সাংসদ সরোজ পান্ডে মঙ্গলবার টুইট করে জানিয়েছেন, ’গতকাল শরীর খারাপ থাকার কারণে করোনা পরীক্ষা করিয়েছিলাম এবং আমার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। চিকিৎসকদের পরামর্শে দিল্লির এইমস-এ ভর্তি হয়েছি। বিগত দিনে আমার সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও পরীক্ষা করিয়ে নিন।’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিমান বসুকে টুইটে তোপ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে টুইটে তোপ দাগলেন তথাগত রায়।

তথাগতবাবু লিখেছেন, মমতা নাকি বলেছেন, ’প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে গেলে কথাবার্তা বুঝে বলতে হয়। যে ভাবে কথা বলতে হয় তার পরিবর্তে উনি ঠাট্টা করছেন’। হা ঈশ্বর ! চালুনি বলে ছুঁচ তোর.....! অপর টুইটে তথাগতবাবু লিখেছেন, মমতা প্রকাশ্যে গালি দিতে ভারতের রাষ্ট্রপতি ছাড়া কারুকে বাকি রাখেননি। প্রধানমন্ত্রীকে, রাজ্যপালকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে, নির্বাচন কমিশনকে, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে, শুভেন্দু অধিকারীকে, তাঁর দলত্যাগীদেরকে ও ইভিএমকে ।অর্থাৎ সবাই খারাপ, ভাল শুধু মমতা আর ভাইপোশ্রী। অপর এক টুইটে তথাগতবাবু লিখেছেন, “বিমান বসু প্রশ্ন তুলেছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী যে বলছে তাদের অস্ত্র ছিনতাই করার চেষ্টা হয়েছিল, তার ডকুমেন্টেশন কোথায় ? এর পর থেকে ছিনতাইকারীদের কর্তব্য হবে আগে দলিল-দস্তাবেজ আলিমুদ্দিনে জমা দিয়ে তারপর ছিনতাই করা। এই না হলে সিপিএম !“ হিন্দুস্থান সমাচার/

জালিয়ানাবাগ শহিদদের বলিদান ভারতীয়দের শক্তি প্রদান করে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : জালিয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ডের ১০২তম বার্ষিকীতে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার জালিয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ডের শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি টুইটে লিখেছেন শহিদদের সাহসিকতা এবং তাঁদের বলিদান ভারতীয়দের শক্তি প্রদান করে। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে তৎকালীন ব্রিটিশ পুলিশ মহিলা শিশুসহ শতাধিক মানুষকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছিল। তারা এই জালিয়ানাবাগে ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে একটি সভায় অংশগ্রহণ করেছিল।

পবিত্র রমজানের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন রাজ্যপাল জগদীশ মুখির

গুয়াহাটি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সিয়াম সাধনার মাস পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে অসম তথা গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসরত সকল মুসলমানদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি।

এক প্রেসবার্তায় রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি বলেছেন, ‘পবিত্র এই অনুষ্ঠানে মুসলিম ভাইদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। রমজান মুসলিম সমাজের কাছে আত্মাশুদ্ধ করে সর্বশক্তিমানের নিকটবর্তী হওয়ার আরাধনা। এই অনুষ্ঠান সন্ধ্যা থেকে প্রাতঃকাল পর্যন্ত উপবাস পালন করার এক মাস। এটি এমন একটি সময় যা প্রত্যেকের উচিত মানবতার কল্যাণে চিন্তাভাবনা করে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ভাবনা জাগ্রত করে।’ তিনি রোজার মাধ্যমে সমদৃষ্টিতে সকলের প্রতি নিজেদের উৎসর্গ করে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার ডাকও দিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখি।

রাজ্যপাল আরও বলেন, ‘পবিত্র এই রমজান মাসটি আমাদের সকলকে এক সূত্রে বেঁধে রাখুক। সারা দেশজুড়ে শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার এক অনুষ্ঠান রমজান।’ এ প্রসঙ্গে তিনি সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সকলকে কোভিড-বিধি পালন করারও অনুরোধ জানিয়েছেন।

বেড়েছে অনুপ্রবেশকারী, রাশ টানতে না পারলে ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে : অসীম ঘোষ

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): “ভয় হচ্ছে! বিজেপি যদি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় না আসতে পারে, কোনওভাবে সংযুক্ত মোর্চার সহযোগিতায় জগাখিচুরি সরকার হয়, রোহিঙ্গা আর মুস্লিম অনুপ্রবেশকারীতে ছেয়ে যাবে রাজ্য। ফল হবে ভয়াবহ।’ গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে কথাগুলো বললেন অসীম ঘোষ। ১৯৯৯ থেকে ২০০২এই সময়কালে ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। এখনও সক্রিয়। ভোটের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং হাওড়ার প্রার্থীদের সঙ্গ দিয়েছেন একাধিক স্থানে। বিজেপি-তে অনেক নবাগত এসেছেন। তাঁরা জানেন না কে এই অসীম ঘোষ? ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে জানালেন, জন্ম ১৯৪৪ সালে ওপার বাংলায়, নোয়াখালিতে, দাদুর বাড়িতে। তবে, শৈশবেই চলে আসেন এপারে, হাওড়ায়। হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্সটিট্যুশনের প্রাক্তনী, ১৯৬০-এ ভর্তি হলেন বিদ্যাসাগর কলেজে। ’৬৫-তে এমএ-তে খুব ভাল ফল। ইউজিসি-র টিচার্স ফেলোশিপ পেয়েছিলেন। গবেষণার বিষয় ছিল মুসলমানদের আর্থসামাজিক অবস্থান। সাড়ে তিন দশকের ওপর অধ্যাপনা করেছেন মণীন্দ্রচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র কলেজে। ২০০৪-এ অবসর নেন। বিজেপি-তে যোগ দেন ১৯৯০ সালেই। সেসময়ের কোনও স্মরণীয় ঘটনা? অসীমবাবু বললেন, “তপনদা (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন শিকদার), বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী এঁদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। ১৯৯৮ সালে আমি সহ সভাপতি। পুজোর সময়ে দল একটা দায়িত্ব দিল। কৃষ্ণনগর থেকে জলুদাকে (সত্যব্রত মুখার্জি) জিতিয়ে আনতে হবে। প্রায় তিন মাস পড়ে ছিলাম ওখানে। ৪২ শতাংশের মত মুস্লিম ভোটার। তা সত্বেও জলুদা জেতেন। আমি ছিলাম চিফ ইলেকশন এজেন্ট, চিফ অবসার্ভার। জিতে উনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন। এর পরেই আমি দলের রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছিলাম।’ সভাপতির মেয়াদ-অন্তে দলে গুরুত্ব কতটা থাকল? অবসরপ্রাপ্ত আইএএস, আইপিএস, সিএ, আইনজীবী, শিক্ষাবিদদের নিয়ে তৈরি একটি কার্যকরী গোষ্ঠী দলের রাজ্য সভাপতিকে পরামর্শ দেন। এর জন্য একটি কমিটি আছে। ১৯৯২ থেকে ’৯৮, তার পর ২০০৪ থেকে ’১২ এর সদস্য ছিলাম। মাঝে ১৯৯৯ থেকে ২০০৩ ছিলাম এর সভাপতি। ’১৬ থেকে আমি এই কমিটির চেয়ারম্যান। বিজেপি-র কর্মসমিতিতে আছি স্থায়ী আমন্ত্রিত হিসাবে। বছর দুই আগে দলের তরফে তাঁর নাম রাজ্যপালের জন্য সুপারিশ করা হয়। করোনা সব ওলোটপালট করে দিল। অন্যথায় এতদিনে হয়ত তথাগত রায়ের পর পশ্চিমবঙ্গ কোনও বাঙালি রাজ্যপাল পেয়ে যেতেন। দলে নবাগতদের একাংশের মনোনয়ন নিয়ে বিতর্ক উঠছে। এ প্রসঙ্গে অসীমবাবু বলেন, “ভাল অপদার্থ, না কাজের কিন্তু বিতর্কিত কে বেশি গ্রহণযোগ্য? এটা কিন্তু কঠিন প্রশ্ন। তবে, রাজ্য কীভাবে ক্রমেই সব দিক থেকে পিছিয়ে গিয়েছে, দেখেছি। ‘সোনার বাংলা’ তৈরি করতে গেলে একটা বড় ঝাঁকুনি দরকার।“ যেমন? উত্তরে অসীমবাবু বলেন, “শিক্ষাকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে। টাকা দিচ্ছি বলে ছড়ি ঘোরাবসরকারের এই মানসিকতা থাকলে চলবে না। কারখানা তৈরি করতে হবে। উদ্যোগপতিদের জমি দিতে হবে। এ রাজ্যের পুরনো, রুগ্ন কারখানাগুলোর ভোল বদলানো দরকার। শ্রমিক সংগঠনে দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ, দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। বাম এবং তৃণমূল সরকার রাজ্যের উন্নয়নে ব্যর্থ। এই মন্তব্য করে অসীমবাবু বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সাংবিধানিক রীতিনীতিকে অগ্রাহ্য করে লোক খেপিয়েছেন, জ্যোতি বসু, বুদ্ধবাবুরা তা করেননি। ওঁদের সমস্যা থাকলেও নির্লজ্জ তোষণের পথে হাঁটেননি। বস্তুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জনসঙ্ঘ তৈরির সময় হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষকেই স্বাগত জানিয়েছিলেন।

ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কারের দাবি করে গ্রেফতার ইসলামপন্থী নেতা, উত্তাল পাকিস্তান

করাচি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : শার্লি এব্দোতে মহানবীর কার্টুন প্রকাশ করার জন্য ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করার দাবি তুলে গ্রেফতার তেহেরিক-ই-লাববাইক পাকিস্তানের (টিএলপি) নেতা সাদ রিজভি। আর সরকার রিজভিকে গ্রেফতার করায় বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে পাকিস্তান।

রিজভির গ্রেফতারের পর লাহোর, করাচি, ইসলামাবাদে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তার দলের কর্মী-সমর্থকরা। রিজভির সমর্থকদের দেখা যায়, লাঠি হাতে তারা রাস্তায় নেমে পড়েছেন। অনেক জায়গায় তারা রাস্তা অবরোধ করেন। তারপর শুরু হয় টিএলপি কর্মী-সমর্থকদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। টিএলপি-র সমর্থকদের দাবি, পাকিস্তানে ধর্মনিন্দা আইনত অপরাধ। শার্লি এব্দো মহানবীর সা:-এর কার্টুন ছাপিয়ে অপরাধ করেছে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট এনিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। তাই ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না। তাদের নেতাকে মুক্তি দিতে হবে।

টিএলপি জানিয়েছে, ২০ এপ্রিলের মধ্যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার না করলে বিক্ষোভ চলবে। সরকার বলছে, তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ২০ এপ্রিলের মধ্যে পার্লামেন্টে আলোচনা হবে। সরকারের কথা মানতে রাজি নয় টিএলপি।

সাদ রিজভি গণ-মাধ্যমে বলেছেন, পাকিস্তান সরকার তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ২০ এপ্রিলের মধ্যে রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করা হবে। বলা হচ্ছে, এ দাবি নিয়ে সোচ্চার হতেই রিজভিকে গ্রেফতার করে সরকার। তারই প্রতিবাদে শুরু হয় বিক্ষোভ।

করোনা পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি অধীর চৌধুরির

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : রাজ্যে করোনার সংক্রমণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, আর পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নির্বাচনের উত্তাপ। এমন করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশনকে চিঠিও লিখে ফেললেন রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি।

কমিশনকে চিঠি লিখে বহরমপুরের সাংসদ অনুরোধ করেছেন ক্রমবর্ধমান করোনা সংক্রমণ রুখতে এখনই সক্রিয় হওয়া উচিত কমিশনের। চিঠিতে অধীরবাবু লিখছেন,’’করোনার মতো সংক্রামক ব্যাধি আমাদের জন্য অভিশাপ। অন্যান্য রাজ্য নতুন করে করোনা মোকাবিলায় বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ করেছে। কোথাও নাইট কারফিউ হয়েছে, কোথাও আংশিক লকডাউন হয়েছে কিন্তু ভোটের আবহে বঙ্গে তেমন কোনও পদক্ষেপ এখনও করা হয়নি।’’ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির অনুরোধ, এখন থেকে ভোটের প্রচারে, জনসভায় বা রোড শোতে করোনা বিধি যাতে মানা হয়, সে ব্যাপারে নির্দেশিকা দিক নির্বাচন কমিশন। এছাড়া রাজ্যে সার্বিকভাবে করোনা মোকাবিলা নিয়েও কমিশনকে ভাবার পরামর্শ দিয়েছেন অধীর।

প্রসঙ্গত, ভোটপ্রচারে করোনা বিধি মানা নিয়ে এর আগে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে খোদ দিল্লি হাইকোর্টও। মাস্ক এবং শারীরিক দূরত্ব বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিয়ে দিনকয়েক আগে একযোগে কেন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশনকে নোটিস দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া গাইডলাইন অনুযায়ী, এমনিতেই প্রচারে মাস্ক এবং শারীরিক দূরত্ব বাধ্যতামূলক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, সেই গাইডলাইন মানা হচ্ছে না। দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশনকে নিজেদের মোবাইল অ্যাপ, পুস্তিকা, ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য সমস্ত প্ল্যাটফর্মে ভোটের জন্য করোনা বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম প্রকাশ করতে হবে। সমস্ত রকমভাবে সচেতনতার প্রচার চালাতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ সতর্ক হন। হাই কোর্টের নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, এবার থেকে ডিজিটাল, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক সমস্তরকম সংবাদমাধ্যমেই বিজ্ঞাপন দিয়ে মাস্ক এবং শারীরিক দূরত্ব নিয়ে প্রচার করতে হবে।

কয়লা কাণ্ডে স্বস্তিতে অনুপ মাজি, সুপ্রিম কোর্টে বাড়ল রক্ষাকবচের মেয়াদ

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : কয়লা কেলেঙ্কারির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যবসায়ী অনুপ মাজি ওরফে লালার আইনি রক্ষাকবচের মেয়াদ ছিল মঙ্গলবার পর্যন্ত। কিন্তু তাঁর আইনি রক্ষাকবচের মেয়াদ আরও বাড়ল। এখনও তাঁকে গ্রেফতার করতে পারবে না সিবিআই। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানির পর এই ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত হবে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

রাজ্যে নির্বাচন চলাকালীনই কয়লা কাণ্ডের কিনারায় তৎপরতা বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। একাধিক ব্যক্তিকে জেরা করে আরও সূত্র হাতে আনার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। কয়লা পাচার কাণ্ডে ইডি-র সঙ্গে দ্রুতগতিতে তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। ভারত ও বাংলাদেশে ছড়িয়ে থাকা এই চক্রের চাঁইদের ধরতে তৎপর গোয়েন্দারা। বিনয়ের ভাই বিকাশের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করেছিল সিবিআই। পরে দিল্লি থেকে বিকাশ মিশ্রকে গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাওকে সমন পাঠিয়ে মঙ্গলবার নিজাম প্যালেসে তলব করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, তলব পেয়ে তিনি নির্ধারিত সময়েই সিবিআই দফতরে পৌঁছন। তাঁকে কয়লা পাচার সংক্রান্ত খুঁটিনাটি প্রশ্ন করা হয়।

দক্ষিণবঙ্গে কয়লা পাচারের কেন্দ্র কী ছিল, কাদের মাধ্যমে এই চক্র চলত — বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারের কাছ থেকে এসব জানতে চান সিবিআই তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, এদিন নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে গিয়েছিলেন বিএসএফের স্পেশ্যাল ডিজি পঙ্কজ সিংও। সীমান্তে গরু ও কয়লা চোরাচালানের বিষয়ে সিবিআই কর্তাদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। এর আগে বিএসফের প্রাক্তন কমান্ডার সতীশ কুমারকে এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করেছে সিবিআই।

কয়লা পাচার কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত পুরুলিয়ার ব্যবসায়ী অনুপ মাজি ওরফে লালাকে জালে আনতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তবে সুপ্রিম কোর্ট থেকে তিনি আইনি রক্ষাকবচ পাওয়ায় পিছিয়ে যাচ্ছে গ্রেফতারি ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শীতলকুচিতে প্রত্যক্ষদর্শীর তোলা ভিডিও পুলিশ মুছে দিয়েছে, দাবি জয়প্রকাশের

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : একজন প্রত্যক্ষদর্শী রাজ্যের চতুর্থ দফার ভোটে কোচবিহারের শীতলকুচির পুরো ঘটনাই রেকর্ড করেছিলেন। কিন্তু সেদিন রাতে ওই ব্যক্তির বাড়ি গিয়েই সম্পূর্ণ ভিডিও মুছে দেয় পুলিশ। মঙ্গলবার এমনটাই দাবি করেছেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার।

ঘটনায় জোর রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুঁড়ি চলছে। ঘটনার দায় কার তা নিয়েই তুঙ্গে রাজনীতি চলছে। অপরদিকে এই ঘটনায় দু-পক্ষের সংঘর্ষে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আক্রান্ত হওয়ার কারণেই গুলি চালায় আর যার জেরে চারজন মারা যায় ও আহত হয়েছেন অনেকজন। কিন্তু এই ঘটনার কোনও ভিডিও কিংবা ফুটেজ নেই। যদিও আজ বিজেপি দাবি করেছে

জয়প্রকাশ বাবু জানিয়েছেন, ‘’ওইদিন এতজন লোক কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর উপর চড়াও হয়েছিল। সবার হাতে অস্ত্র ছিল। আর গোটা ঘটনা যারা দেখেছে, তারা যে কেউ ভিডিও তোলেনি, তা অবিশ্বাস্য। এখন সবার হাতেই স্মার্টফোন রয়েছে। নিশ্চয়ই তাদের কেউ না কেউ ভিডিও তুলেছিল। কিন্তু একটি ফুটেজও বাইর আসেনি।

আমাদের কাছে খবর আছে, ওইদিন রাতে ঘরে ঘরে গিয়ে পুলিশ মোবাইল চেক করে সেই রেকর্ডিং মুছে দিয়েছে, যাতে প্রকৃত ঘটনা সামনে না আসে।’’ জয়প্রকাশ বাবু এও দাবি করেছেন, ”গ্রামে প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে সেদিন রাতে মোবাইলের ফুটেজ মোছার নির্দেশ পুলিশকে দিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তায় থাকে অফিসার জ্ঞানবন্ত সিং।’’’

এদিন জয়প্রকাশ বাবু জানিয়েছেন, ”কমিশনের কাছে তাই বিজেপি প্রতিনিধিদলের আবেদন, সিসিটিভি ফুটেজ হোক কিংবা প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়রি যেন প্রকাশ্যে আনা হয়। এমনিতেই শীতলকুচির জোড়-পাটকির বুথে সেদিন ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ওয়েবকাস্টিং হয়নি। সিসিটিভি থাকলেও তা ভেঙে ফেলা হয়েছিল। ফলে গুলিচালনার ঘটনা নিয়ে হাতে পাওয়া প্রমাণ এখনও অনেক দুর্বল।” হিন্দুস্থান সমাচার/

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। হাওরের বাজার উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে হাওরের বাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ৮ এপ্রিল গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যকর্মীরা তামাক সেবনের কুফল এবং তামাক সেবন থেকে সকলকে দূরে থাকার জন্য সচেতনতামূলক আলোচনা করেন। তাছাড়াও শিশুদের নিয়মিত টিকাকরণ, নবজাতক ও গর্ভবতী মায়েদের যত্ন করার পাশাপাশি অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানোর গুরুত্ব সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত এলাকাবাসীদের মধ্যে এখনও যাঁরা আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রকল্পে ই-কার্ড করেননি, তাঁদের এই কার্ড করার জন্য আহ্বান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ২২ জন এলাকাবাসী, এমপিডব্লিও, অঙ্গনওয়াড়িকর্মী ও আশাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সকলকে পুষ্টিকর খাবার প্রদান করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

এদিকে, বৈষ্ণব টিলা উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত আগরতলা পুর পরিষদের ৪৮ নং ওয়ার্ডে আরবান স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যকর্মীগণ শিশুদের নিয়মিত টিকাকরণ, শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের যত্ন, প্রবীণ নাগরিকদের কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ এবং সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে ১৬ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সকলকে পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, মাছমারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতাধীন ভাটি মাছমারা উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে দীনেশ ভৌমিক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ৮ এপ্রিল এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিবিরে ২৭ জন রোগীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে পেটের অসুখ ছিল পাঁচ জনের ও অন্যান্য রোগীর সংখ্যা ছিল ২২ জন। এই অনুষ্ঠানে অসংক্রামক রোগ যেমন- উচ্চরক্তচাপ ও মধুমেহ রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে স্বাস্থ্যকর্মীরা সচেতনতামূলক আলোচনা করেন। তছাড়াও ৬ মাস পর্যন্ত শিশুদের মায়ের দুধ খাওয়ানো ও ৬ মাসের পর থেকে মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো, জল ফুটিয়ে পান করা, রক্তাল্পতা প্রতিরোধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমপিডব্লিও এবং অঙ্গনওয়াড়িকর্মী ও আশাকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

এদিকে, পেঁচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন বাগাইছড়া উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে ইয়াচিনছড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ১৩ এপ্রিল স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে মোট ৪০ জন রোগীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে জরের রোগী ছিল এক জন, শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ ছিল একজনের, উচ্চরক্তচাপজনিত সমস্যা ছিল দুজনের ও অন্যান্য রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৬জন। উক্ত শিবিরে ৩০ বছরের উপরের পুরুষ ও মহিলাদের উচ্চরক্তচাপ পরীক্ষা করা হয়। এই শিবিরে নবজাত শিশুর সঠিকভাবে যত্ন করা, গর্ভবতী মায়েদের যত্ন ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের গুরুত্ব, ডায়ারিয়া, ম্যালেরিয়া ও কোভিড-১৯ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে সি এইচ ও আলোচনা করেন। তাছাড়া জল ফুটিয়ে খাওয়ার জন্য ও রক্তাল্পতা সম্পর্কেও আলোচনা করেন এবং সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমপিডব্লিও, সি এইচ ও এবং আশাকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, গোমতী জেলার আওতাধীন অম্পি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে আজ ১৩ এপ্রিল সালকা পাড়াতে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিবিরে মোট ৪০ জন গ্রামবাসী স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন। শিবিরে এমপিডব্লিও অর্জুন ভৌমিক ম্যালেরিয়া, ডায়েরিয়া, যক্ষা, কুষ্ঠরোগ এবং সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার পরামর্শ প্রদান করেন। পরিশেষে রোগীদের বিণামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

একাধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকাকরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। কাঞ্চনবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন লালজরি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১০ এপ্রিল টিকাকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ৯ জন শিশুকে ও ৩ জন গর্ভবতী মাকে টিকাকরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে এমপিডব্লিও রাজকুমার সিংহ উপস্থিত গর্ভবতী মা ও শিশুদের সঠিক সময়ে টিকাকরণ, নিয়মিতভাবে আয়রন ট্যাবলেট খাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন ও শিশুদের ৯ মাসের পর থেকে ভিটামিন-এ খাওয়ানোর ব্যাপারে, সঠিকভাবে হাত ধোয়ার কৌশল ও কোভিড-১৯ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে আলোচনা করেন। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধে সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমপিডব্লিও এবং আশাকর্মী। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

এদিকে, ইরানি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতাধীন লক্ষীপুর উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত ৭ এপ্রিল টিকাকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচিতে মোট ১৫ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ছয় জন শিশু ও নয় জন মাকে টিকাকরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যকর্মীরা গর্ভবতী মা ও শিশুদের সঠিক সময়ে টিকাকরণ, শিশুদের ৯ মাসের পর থেকে ভিটামিন-এ খাওয়ানোর গুরুত্ব, গর্ভবতী মায়েদের আয়রন ট্যাবলেট খাওয়ার গুরুত্ব, পরিবার পরিকল্পনা এবং ৪৫ বছর উর্দ্ধ সকলকে কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ করার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমপিডব্লিও এবং আশাকর্মী। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, কাঞ্চনবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতাধীন সাইদারপার উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত ১২ এপ্রিল কোভিড-১৯ টিকাকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ৯৬ জন সুবিধাভোগীকে টিকাকরণ করা হয়। এদের মধ্যে ৬০ বছরের উর্ধে সুবিধাভোগীরা ছিলেন ৩৪ জন ও ৪৫-৫৯ বছরের সুবিধাভোগীরা ছিলেন ৬২জন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার নির্দেশিত সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা আহ্বান রাখেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সি এইচ ও, এমপিডব্লিও এবং আশাকর্মী। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়ায় বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ, উত্তেজনা রাজারহাটে

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : স্লোগান দেওয়াকে কেন্দ্র করে সোমবার রাতে তুলকালাম বাঁধে রাজারহাট এলাকায়। অভিযোগ, বিজেপি সমর্থকরা জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়ায় তাঁদের মারধর করা হয়। এই ঘটনায় কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতৃত্ব। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গলবার সকালে বিজেপি কর্মীদের একাংশ রাজারহাট-অমরাহাটি রোড অবরোধ করেন।

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার রাতে। অমরাহাটির একদল বিজেপি সমর্থক গঙ্গা থেকে জল আনতে গিয়েছিলেন। রাস্তায় 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেওয়ায় তাঁদের উপর চড়াও হয় একদল দুষ্কৃতী। বিজেপির দাবি, ওই দুষ্কৃতীরা তৃমমূল ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। বিজেপি সমর্থকদের বেধড়ক মারধর করা হয়। এর পরই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে তাঁরা। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান। আশ্বাসও দেয় পুলিশ। কিন্তু মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত অভিযুরা গ্রেফতার না হওয়ায় রাস্তা অবরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা। যদিও গোটা ঘটনার দায় অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে জয় শ্রীরাম না বলায় আক্রান্ত হন এক তৃণমূল কর্মী। বাড়ি ফেরার পথে তৃণমূল কর্মী আখতার আলির পথ আটকায় একদল দুষ্কৃতী। তাঁকে 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারতে ২৬-কোটি ছুঁইছুঁই করোনা-টেস্ট সক্রিয় রোগী বেড়ে ৯.২৪ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে ২৬-কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১২ এপ্রিল সারা দিনে ১৪,০০,১২২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৫,৯২, ০৭,১০৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। ১৪, ০০,১২২ জনের করোনা-পরীক্ষার মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১,৬১,৭৩৬ জন।

করোনার বাড়বাড়ন্তে চিন্তা প্রতিদিনই বাড়ছে ভারতে, দেশে বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৬৩,৬৮৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯৭,১৬৮ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৭১, ০৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.২৫ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৮৭৯ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,২২,৫৩,৬৯৭ জন (৮৯.৫১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৬৩,৬৮৯ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১২,৬৪,৬৯৮ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (৯.২৪ শতাংশ)।

তৃণমূলনেত্রীর ধর্ণায় আঁকা, এক ঘন্টায় এক হাজার মন্তব্য, ৮৪ শেয়ার, কী বললেন নেটিজেনরা

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি স)। ধর্নামঞ্চ নেই, নেই লোক সমাগম, নিরাপত্তরক্ষী। গাঁধীমূর্তির পাদদেশে কার্যত একাই প্রতিবাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী আজ রাত ৮টা পর্যন্ত প্রচার করতে পারবেন না তিনি। সেই প্রতিবাদেই আজ ধর্নায় বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখে কালো মাস্ক, গলায় কালো কাপড়। হুইলচেয়ারে বসা মমতার হাতে দেখা গেল রং-তুলি। প্রতিবাদে বসে ছবি আঁকায় মগ্ন তিনি।

ফেসবুকে এই খবরে বেলা ৩টে ৫০ পর্যন্ত এক ঘন্টায় এক হাজার মন্তব্য, ৮৪ শেয়ার চোখে পড়ল।

প্রতিক্রিয়ায় পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত লিখেছেন, "এই রে আবার না করোনা দেবীর ছবি এঁকে ফেলেন।" অনিমেষ নায়ক লিখেছেন, "কোথায় হারিয়ে গেল সোনালী বিকেলগুলো আজ আর নেই। ধর্ণা আর সোনালী গুহ নেই, ভাবাই যায় না।"

টিনা কংসবণিক লিখেছেন, "ধর্ণায় বসেছেন বসুন না। আবার আঁকাআঁকি করে মানুষকে কষ্ট দেওয়া কেন!" প্রীতম সাহা লিখেছেন, "পিসি এসব কিসের ছবি আঁকছে!" নির্বাচন কমিশন, প্লিজ পিসির কমেডি শোর উপর নিষেধাজ্ঞা তুলেনিন, এইসব ছবি দেখার চেয়ে পিসির কমেডি শো শোনা ভালো।" ময়ূরাক্ষী জানা লিখেছেন, "প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি, প্যারা টিচারসহ বিভিন্ন চাকরি পদপ্রার্থীদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানে যেভাবে পুলিশ দিয়ে লাঠিচার্জ করিয়েছিলো ঠিক সেই ভাবেই যেন লাঠিচার্জ করে ওর বুজরুকিবাজি ধর্ণা তুলে দেওয়া হয়। কারণ আমরা কোন যুগে কোন একটা জায়গায় পড়েছিলাম আইন নাকি সবার জন্য সমান!"

নিতাই বর্মন ময়ূরাক্ষীকে লিখেছেন, "একদম সত্যি বলেছেন।" সুভাষ মাল লিখেছেন, "যথার্থ"। প্রেরনা দত্ত লিখেছেন, "নাটক করছিলেন করুন। উফফ, ধর্নায় বসেছেন বসুন। আবার এই সব ছাইপাস কেন যে আঁকেন বুঝি না বাপু।" চৈতালি বর্মণ লিখেছেন, "দশ বছর ধরে চাকরি না পাওয়া ছেলে মেয়েগুলো ধর্নাতে বসেছিল। পুলিশ দিয়ে মেরে ছিলেন ওদের মনে পরে ....।" শৌভিক কুমার মজুমদার লিখেছেন, "এই জাহাজ মাস্তুল ছারখার, আমি গল্পঃ লিখছি বাঁচবার.......২০২১ এর প্রেক্ষিতে.........এই সিংহাসন আজ ছারখার, আমি ছবি আঁকছি বেচবার।"

ইন্দ্রানী সেনগুপ্ত লিখেছেন, "তোমার ধর্নায় আছে রঙতুলি আর ওদের ধর্নায় ছিল কোলের শিশু। এই ধর্নাতেই একজন চাকরি প্রার্থীর মিসক্যারেজও হয়ে গেছিলো। সব মনে আছে, সব মনে থাকবে, কিছুই ভুলিনি।" নারায়ন সাহা লিখেছেন, "কর্মফল। /আপার প্রাইমারি এবং নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্যানেলভুক্ত চাকরি প্রার্থীরা যেমন ধর্নায় বসেও চাকরি পায়নি।

সওয়ারীর

● প্রথম পাতার পর

ও রিক্সা। শহরের রাস্তায় টমটম ও রিকশার বাড়বাড়ন্ত দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রেই রিকশা গুলি ট্রাফিক সিগনাল পর্যন্ত মানছে না।

মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ রাজধানী আগরতলা শহরের দুর্গা বাড়ির সংলগ্ন এলাকায় একটি মারুতির ধাক্কায় রিকশা দুমড়ে-মুচড়ে যায়। রিকশাতে একজন মহিলা যাত্রী ছিলেন। অল্পেতে তিনি প্রাণে বেঁচেছেন। জানা গেছে গাড়িটি ধীর গতিতে চলার কারণে বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা মিলেছে। রাজধানী আগরতলা শহরের ব্যস্ততম রাস্তা গুলিতে টমটম এবং রিকশা চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে ইতিমধ্যেই দাবি উঠেছে। অন্যতায় দুর্ঘটনার আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

হওয়ায় চিন্তায় পড়ে যায় মা, বাবা পরিবারের উভয়েই ।ফোনের ও সুইস অফ ।চতুর্দিকে খবর লাগিয়ে কোথাও খুঁজে না পেয়ে তার সন্ধানে বেরিয়ে পরে এলাকার মানুষ। নারাউরা বাইপাসের ধারে দেখতে পায় তালা খুলা অবসায় সাইকেল টি পড়ে আছে। কিন্তু সে নেই। তখন বাড়ির লোকজন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। পুলিশ সন্ধানে বেরিয়ে ও তাকে উদ্বার করতে পারেনি ।জানা গেছে নোমান বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। পিতা নাসির আহম্মেদ ছেলেকে উদ্বার করে এনে দিতে পুলিশের কাছে প্রান ভিক্ষার আবেদন জানিয়েছেন।

কেন্দ্রের

● আটের পাতার পর

সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক সারেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকের পরেই করোনা রুখতে একাধিক নির্দেশিকা জারি করে নবান্ন। রাজ্যের যে ১০ টি জেলায় নির্বাচন হয়ে গিয়েছে, সেই জেলাগুলিতে করোনা রুখতে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতি ক্রমশ বাড়ছে রাজে। তার উপর দেখা দিয়েছে ভ্যাকসিনের আকাল। পাশাপাশি হাসপাতালগুলিতেও বেডের সংকট দেখা দিতে শুরু করেছে। তাই এবার সরকারি হাসপাতালগুলিতে বেড সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এতদিন সরকারি হাসপাতালগুলিতে করোনার জন্য বেডের সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ৬০৪টি। এবার তা ১ হাজার ৮২৪টি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে মোট বেড সংখ্যা দাঁড়াবে ৭ হাজার ৪২৮টি।

বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রতিষেধকের বণ্টন ঘিরে আবার স্বজনপোষণেরও অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। যেমন মহারাষ্ট্রের জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটির কাছাকাছি। কেন্দ্র তাদের দিয়েছে ১.৬ কোটি ডোজ যেখানে গুজরাতের জনসংখ্যা সাড়ে ৬ কোটি অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের অর্ধেক হলেও প্রধানমন্ত্রীর রাজ্যে প্রতিষেধক গিয়েছে প্রায় ১.৫ কোটি ডোজ। সংক্রমণ রোখার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার প্রতিষেধক।

দৈনিক মৃত্যু কমে ১,৭৩৮, ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমণ খানিকটা বাড়ল

রিও ডি জেনেইরো, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): ব্রাজিলে ফের খানিকটা বাড়ল দৈনিক করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ১ হাজার ৭৩৮ জনের প্রাণ। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮,৮৬৬ জন, এর আগে রবিবার সারা দিনে সংক্রমিত হয়েছিলেন ৩৭,৫৩৭ জন। নতুন করে ৩৮,৮৬৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ৫৫ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার) ব্রাজিলে নতুন করে ১ হাজার ৭৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ০৩১-তে পৌঁছেছে।

করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা খানিকটা বেড়েছে ব্রাজিলে, যদিও ৪০ হাজারের নীচেই রয়েছে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৩৮,৮৬৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৩,৫২১,৪০৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১১,৯৫৭,০৬৮ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১২,০৯,৩১০ জন।

এই মুহূর্তে কর্ণাটকে লকডাউনের কোনও প্রশ্নই নেই : ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): কর্ণাটকে এই মুহূর্তে লকডাউন লাগু করার কোনও প্রশ্নই নেই। জানিয়ে দিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। যদিও, করোনার থেকে বাঁচতে জনগণকে সাবধানতা অবলম্বন করার অনুরোধ জানিয়েছেন ইয়েদুরাপ্পা। পাশাপাশি কর্ণাটকে করোনা-পরিস্থিতি নিয়ে আগামী ১৮ এপ্রিল সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার বি এস ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, 'রাজ্যের করোনা-পরিস্থিতি নিয়ে আগামী ১৮ এপ্রিল সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছি। এই মুহূর্তে লকডাউন লাগু করার কোনও প্রশ্নই নেই। টেকনিক্যাল উপদেষ্টা কমিটি জানিয়েছে, আগামী ২ মে পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বাড়বে। তাই করোনা থেকে বাঁচতে জনগণকে যথাযথ আচরণ মেনে চলতে হবে।" উল্লেখ্য, সোমবারই ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছিলেন, প্রয়োজন হলে কর্ণাটকে লাগু করা হবে লকডাউন। কিন্তু, মঙ্গলবার ইয়েদুরাপ্পাই জানালেন, আপাতত লকডাউন লাগু করার কোনও প্রশ্নই নেই।

বিভিন্ন স্থানে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। খয়েরপুর বিপনি বিতান হলে গত ১২ এপ্রিল এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিবিরে মোট ২১ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। শিবিরে ডাঃ সুলোচনা দেববর্মা রক্তদানের সুফল সর্ম্পকে আলোচনা করেন। এছাড়াও রক্তদানে সবাইকে এগিয়ে আসতে আহ্বান করেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

এদিকে, পশ্চিম জেলার আওতাধীন ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস ক্লাবের উদ্যোগে গত ১১ এপ্রিল ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস ক্লাব প্রাঙ্গনে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিবিরে মোট ৩০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

ক্যান্সার

● প্রথম পাতার পর

ক্যান্সার থেকে মুক্ত থাকার ঘটনায় তিনি নিজে এবং পরিবারের সদস্যরা স্বাভাবিকভাবেই খুশি। স্বাস্থ্য অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

অফিস অব্ দ্য কমাণ্ডেন্ট ১৯১ ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ খাসিয়ামঙ্গল, তেলিয়ামুড়া, ত্রিপুরা

/// অকশন নোটিশ ///

একটি জনস্বার্থ অকশন প্রথমবার নিম্নলিখিত বাতিল / বিকল স্টোরের যা অনুষ্ঠিত হবে ১৯১ ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ খাসিয়ামঙ্গল, তেলিয়ামুড়া, জেলা- খোয়াই, ত্রিপুরা, প্রধান কার্যালয়ে ২৪ এপ্রিল, ২০২১ সকাল ১০.৩০ মিনিটে।

ক) কমন স্টোর
খ) কিউ এম স্টোরস্
গ) এম পি স্টোরস্
ঘ) ম্যাগ স্টোরস্
ঙ) হার্ডওয়ার/সেনিটারি/ওয়াটার সাপ্লাই এবং ইলেট্রিক স্টোর
চ) এসওএস মেস
ছ) ওয়েট ক্যান্টিন

শর্তাবলী

১) আরনেস্ট মানি জমা দিয়ে সমস্ত আগ্রহী বিডাররা এই অকশনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
২) প্রত্যেক বিডারকে ২৫০০০ টাকা জমা করতে হবে আরনেস্ট মানি হিসাবে নগদে। আরনেস্ট মানি অকশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর ফেরত দেওয়া হবে। অথবা সংযুক্ত করা হবে।
৩) প্রত্যেক বিডারকে নিয়ে আসতে হবে অকশনের সময় সর্বশেষ ইনকাম টেক্সের রিটার্ন-এর প্রমাণ হিসাবে প্যান কার্ড যদি কেউ অফিসারদের সামনে তা উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে অকশনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।
৪) সমস্ত বিডারদের ১৯১ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ খাসিয়ামঙ্গল প্রধান কার্যালয়ে ২৪ এপ্রিল ২০২১ সকাল ৯.৩০ মিনিটে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। তথা আরনেস্ট ম্যানি সহ অন্যান্য ডকুমেন্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করাতে হবে।
৫) সর্বোচ্চ দরদাতাদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে সউদ্যোগে স্টোর খালি করতে হবে।
৬) সর্বোচ্চ দরদাতাকে প্রযোজ্য জিএসটি প্রদান করতে হবে।
৭) যদি সর্বোচ্চ দরদাতা অকশনের টাকা মিটিয়ে দিতে ব্যর্থ হন তাহলে আরনেস্ট ম্যানি ২৫০০০ টাকা কেটে নেওয়া হবে।
৮) বিএসএফ কর্তৃপক্ষ অকশন হওয়া মালপত্রের পরিবহণের ব্যবস্থা করবে না।
৯) ১৯১ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ কমাডেন্ট সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী যে কোনো দরদাতাকে রাখার কিংবা বাতিল করার কোনো ধরনের কারণ দেখিয়ে।
১০) অন্যান্য শর্তাবলীর অকশনের সময় জানিয়ে দেওয়া হবে।
১১) প্রত্যেক দরদাতাকে জিএসটি রেজিস্ট্রেশনের কপি আনতে হবে। যদি তাতে ব্যর্থ হয় তাহলে অকশনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।
১২) একমাত্র প্রকৃত মালিক অথবা প্রদেয় ক্ষমতাবলে প্রতিনিধি এই অকশনে অংশ নিতে পারবে। অন্য কোনো ব্যক্তি এই অকশন চত্বরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
কমাডেন্টের পক্ষে
১৯১ বিএন বিএসএফ

davp 19110/11/0004/2122

কে কে হার ! চাহার-বোল্ট-বুমরায় ধ্বংস নাইটরা

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স: ১৫২/১০ (২০ ওভার)
কেকেআর: ১৪২/৭ (২০ ওভার)
জেতা ম্যাচ শেষ পর্যন্ত ১০ রানে হেরে বসল কেকেআর। সহজ জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল মাত্র ১৫৩ রান। মুম্বইয়ের ১৫২ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে একসময় কেকেআর ওপেনিং জুটিতেই ৭২ তুলে ফেলে। তখন সবে মাত্র ৯ ওভার। সেই ম্যাচেই কিনা কেকেআর ২০ ওভারে মাত্র ১৪২/৭-এর বেশি তুলতে পারল না। মুম্বইয়ের বোলিং কেন চলতি টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা, তা আরো একবার প্রমাণ পাওয়া গেল। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে মুম্বইকে ম্যাচে ফেরালেন রাহুল চাহার। আগের ম্যাচে যথেচ্ছ রান খরচ করেছিলেন। পীযুষ চাওলা-কে খেলানোর কথা উঠেছিল। তবে রোহিত শর্মা তরুণ তুর্কি চাহারের ওপরেই ভরসা রেখেছিলেন।

আরো পড়ুন: দুর্যোগ! দলের একনম্বর অস্ত্রকে হারাল রাজস্থান, হাত ভেঙে টুর্নামেন্টই শেষ মহাতারকার অধিনায়কের আস্থার মর্যাদা দিলেন চাহার টানা চার উইকেট নিয়ে কেকেআরকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দিয়ে। কেকেআর ইনিংসের প্রথম চারজন- শুভমান গিল (৩৩), নীতিশ রানা (৫৭), রাহুল ত্রিপাঠি (৫), ইয়ন মর্গ্যানকেই (৭) আউট করে ম্যাচে উত্তেজনা সঞ্চার করেন। এরপরে সাকিব আল হাসানকেও ফেরান ক্রুনাল পান্ডিয়া। ১২২/৫ হয়ে যাওয়ার পরে ম্যাচ হঠাত ঘুরে যায় মুম্বইয়ের দিকে।

তবে টার্গেট সামান্যই ছিল। সবথেকে বড় কথা ক্রিজে ছিলেন দীনেশ কার্তিক এবং আন্দ্রে রাসেল। তবে কেকেআরের দুই তারকা বুমরা-বোল্টের সামনে কার্যত খাপ খুলতে পারেননি। রাসেল এবং কার্তিকের ব্যাট হাতে অবদান যথাক্রমে ১৫ বলে ৯, ১১ বলে ৮। শেষ ২ ওভারে জয়ের জন্য কেকেআরের দরকার ছিল ১৯ রান। ১৯তম ওভারে বুমরা মাত্র ৪ রান খরচ করেন। শেষ ওভারে বল করতে এসে বোল্ট ৪ রান দিয়ে পরপর দু-বলে তুলে নেন আন্দ্রে রাসেল এবং প্যাট কামিন্সকে।

তার আগে দুর্দান্ত বোলিং করে কেকেআরও। শক্তিশালী মুম্বইকে নির্ধারিত ২০ ওভারেই অলআউট করে দিয়েছিল নাইটরা।

আর কেকেআরের হয়ে এদিন বল হাতে দুরন্ত আন্দ্রে রাসেল। ডেথ ওভারে বল করতে এসে ২ ওভারে ১৫ রান খরচ করেই তুলে নেন ৫ উইকেট। এর মধ্যে শেষ ওভারেই পরপর আউট করেন ক্রুনাল পান্ডিয়া, রাহুল চাহার, জসপ্রীত বুমরা, ট্রেন্ট বোল্টকে।

টসে জিতে কেকেআর এদিন ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে। দুই প্রান্ত থেকেই স্পিন দিয়ে আক্রমণের সূচনা করেন ক্যাপ্টেন মর্গ্যান। আর দ্বিতীয় ওভারেই ক্রিস লিনের পরিবর্তে খেলতে নামা কুইন্টন ডিকককে তুলে নেন বরুণ চক্রবর্তী। ১০ রানে প্রথম উইকেট খোয়ানোর পরে সূর্যকুমার যাদব এবং রোহিত শর্মা ম্যাচ ধরে নিয়েছিলেন। মাত্র ৩৩ বলে হাফসেঞ্চুরি করে মুম্বইকে বড়সড় টার্গেটের স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন সূর্যকুমার। দুজনে স্কোরবোর্ডে যোগ করে ফেলেছিলেন ৭৭ রান।

তবে সূর্যকুমারকে সাকিব আল হাসান ফেরানোর পরেই কার্যত ধসে যায় মুম্বইয়ের ইনিংস। প্যাট কামিন্স এক ধাক্কায় ঈশান কিষান (১) এবং রোহিত শর্মাকে (৩২ বলে ৪৩) আউট করে পতন নিশ্চিত করেন। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। ৮৬/২ থেকে ১৫২ তোলার ফাঁকে বাকি সবকটি উইকেট হারায় মুম্বই। তবে দিনের শেষে শেষহাসি হাসল মুম্বই-ই।

কেকেআর: নীতিশ রানা, শুভমান গিল, রাহুল ত্রিপাঠি, ইয়ন মর্গ্যান, দীনেশ কার্তিক, আন্দ্রে রাসেল, সাকিব আল হাসান, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, প্যাট কামিন্স, হরভজন সিং, বরুণ চক্রবর্তী

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স: কুইন্টন ডিকক, রোহিত শর্মা, ঈশান কিষান, সূর্যকুমার যাদব, কায়রণ পোলার্ড, হার্দিক পান্ডিয়া, ক্রুনাল পান্ডিয়া, রাহুল চাহার, জসপ্রীত বুমরা, ট্রেন্ট বোল্ট, মার্কো জানসেন

পিএসজির মাঠে ঘুরে দাঁড়াবে বায়ার্ন, নিশ্চিত কিমিচ

প্যারিস, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : মঙ্গলবার রাতে ফিরতি লেগে মুখোমুখি হবে বায়ার্ন মিউনিখ ও পিএসজি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টিকে থাকার লড়াইয়ে পিএসজির মাঠে কাজটা কতটা কঠিন, ভালো করেই জানেন বায়ার্ন মিউনিখ কোচ হান্স ফ্লিক। কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে গত বুধবার ঘরের মাঠে ৩-২ গোলে হারে বায়ার্ন। আর টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে পিএসজির মাঠে অন্তত ২-০ গোলে জিততে হবে জার্মান চ্যাম্পিয়নদের। ডিফেন্ডার জশুয়া কিমিচ ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে দারুণ আশাবাদী। ম্যাচের আগের দিন সংবাদিক সম্মেলনে কোচ ফ্লিক বলেন, ''সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবেন তারা। জানি আমাদের অন্তত দুগোল করতে হবে। কাজটা কঠিন, তবে এজন্যই আমরা ফুটবল খেলি। প্যারিসে আমরা ছোট একটি অঘটন ঘটাতে চাই। আর তা করতে পারলে অবশ্যই খুশি হব।''

প্রসঙ্গত, প্রথম পর্বে ব্যবধান গড়ে দেন মূলত কিলিয়ান এমবাপে। ফরাসি ফরোয়ার্ড করেন জোড়া গোল। দুটি গোলে অবদান রাখেন পিএসজির আক্রমণভাগের আরেক তারকা নেইমার।

আইসিসির মার্চ মাসের সেরা ক্রিকেটার ভুবনেশ্বর ও লিজেল

দুবাই, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): আইসিসির মাসের সেরা পুরস্কারে ভারতীয়দের দাপট অব্যাহত। মার্চ মাসের সেরা ক্রিকেটার ভুবনেশ্বর কুমার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দুরন্ত বোলিং করে ভুবনেশ্বর হাতে তুলে নিলেন মার্চ মাসের সেরা ক্রিকেটারের খেতাব। অন্যদিকে মেয়েদের বিভাগে এই পুরস্কার পেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার লিজেল লি।

২০২১-এর শুরু থেকে ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে মাসের সেরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের পুরস্কৃত করার কথা ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের পারফর্ম্যান্সের সুবাদে জানুয়ারি সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হন ঋষভ পন্ত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে দারুণ পারফর্ম্যান্স করে অশ্বিন জিতে নেন ফেব্রুয়ারির সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার। এবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দুরন্ত বোলিং করে ভুবনেশ্বর হাতে তুললেন মার্চ মাসের সেরা ক্রিকেটারের খেতাব। ফলে আইসিসি এই পুরস্কার দেওয়া শুরু করার পর থেকে টানা তিন মাসে ছেলেদের বিভাগের খেতাব ওঠল ভারতীয় ক্রিকেটারদের হাতেই।

চোট সারিয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কামব্যাক টি-২০ সিরিজে ২৮.৭ গড়ে ৪টি উইকেট নেন ভুবি। পরবর্তী ওয়ান ডে সিরিজে ২২.৫ গড়ে নিয়েছেন ৬টি উইকেট। বল হাতে এমন দুরন্ত পারফর্ম্যান্সের সুবাদেই মার্চের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতলেন ভুবি। ভুবির সঙ্গে লড়াইয়ে ছিলেন সানরাইজার্স হায়দরবাদে তাঁর আফগান সতীর্থ রশিদ খান ও জিম্বাবোয়ের সিয়ান উইলিয়ামস। যদিও ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ অনেক হাই-প্রোফাইল হওয়ায় ভুবি পিছনে ফেলে দেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে।

এদিক, মেয়েদের বিভাগে দুই ভারতীয় তারকা রাজেশ্বরী গায়কোড়ার ও পুণম রাউতকে পিছনে ফেলে মার্চের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হন দক্ষিণ আফ্রিকার লিজেল লি। লিজেল লি ভারতের বিরুদ্ধে ৪টি ওয়ান ডে ম্যাচে করেন ২৮৮ রান। ৩টি টি-২০ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ৯০।

রিয়ালকে টপকে বিশ্বের সবচেয়ে দামি ক্লাব বার্সা

আর্থিক দুরবস্থার জন্য প্রায়ই খবরের শিরোনাম হয় বার্সেলোনা। এর মাঝেই ফোর্বস সাময়িকীর হিসেবে রিয়াল মাদ্রিদকে টপকে বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবল ক্লাবের মর্যাদা পেয়েছে কাতালান ক্লাবটি ।গতবার বার্সেলোনা ছিল তালিকার দ্বিতীয় স্থানে। সোমবার প্রকাশিত এবারের তালিকা অনুযায়ী স্প্যানিশ ক্লাবটির মূল্য ৪৭৬ কোটি ডলার, যা গতবারের তুলনায় ১৮ শতাংশ বেশি ।লা লিগা মৌসুমের দ্বিতীয় ক্লাসিকোয় গত শনিবার বার্সেলোনাকে ২-১ গোলে হারানো রিয়ালের মূল্য ৪৭৫ কোটি ডলার। এই তালিকায় পাঁচবার শীর্ষে থাকা স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের মূল্য বেড়েছে ১২ শতাংশ ।প্রিমিয়ার লিগ জায়ান্ট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে সরিয়ে তিনে আছে জার্মানির বায়ার্ন মিউনিখ। দলটির মূল্য ৪২১.৫ কোটি ডলার। গতবছর ট্রেবলজয়ী দলটির মূল্য বেড়েছে ৩৯ শতাংশ ।চারে নেমে যাওয়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মূল্য ৪২০ কোটি ডলার ।কোভিড-১৯ এর কারণে গত মৌসুমে ম্যাচডে থেকে আয় কমেছে ৪৪.১ কোটি ডলার, ২০১৭-১৮ মৌসুমের তুলনায় যা ৯.৬ শতাংশ কম; তবু শীর্ষ ২০ ক্লাবের গড় মূল্য বেড়েছে ৩০ শতাংশ ।সেরা দশে আছে ইংল্যান্ডের 'বিগ সিক্সের' বাকি পাঁচ দল লিভারপুল, ম্যানচেস্টার সিটি, চেলসি, আর্সেনাল ও টটেনহ্যাম হটস্পার ।শতাংশের হিসেবে সবচেয়ে বেশি মূল্য বেড়েছে পিএসজির। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গত আসরে রানার্সআপ হওয়া দলটির মূল্য বেড়েছে ১২৯ শতাংশ; ২৫০ কোটি ডলার মূল্য নিয়ে প্যারিসের দলটি রয়েছে নবম স্থানে ।ইউরোপের আরেক জায়ান্ট ইউভেন্তুসের সেরা দশে জায়গা হয়নি। ১৯৫ কোটি ডলার মূল্যমান নিয়ে ইতালিয়ান সেরি আর দলটি রয়েছে একাদশতম স্থানে।

এমবাপে একদিন ব্যালন ডি'র জিতবে: ফ্লিক

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টিকে থাকার লড়াইয়ে নামার আগে প্রতিপক্ষের তারকা ফুটবলারের প্রশংসা করলেন বায়ার্ন মিউনিখ কোচ হান্স ফ্লিক। তার বিশ্বাস, পিএসজি ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপে একদিন ব্যালন ডি'অর জিতবেন ।ইউরোপিয়ান শীর্ষ প্রতিযোগিতায় শেষ আটের প্রথম লেগে চমৎকার ফিনিশিংয়ে ব্যবধান গড়ে দেন এমবাপে। ফরাসি বিশ্বকাপজয়ী এই ফরোয়ার্ডের জোড়া গোলে বায়ার্নের মাঠে ৩-২ ব্যবধানে জেতে পিএসজি ।ফিরতি লেগে মঙ্গলবার গোল করতে পারলে একটি কীর্তি গড়বেন ২২ বছর বয়সী এই ফুটবলার; চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এক আসরে প্রথম ফরাসি হিসেবে করবেন সর্বোচ্চ ৯ গোল ।চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৯ ম্যাচে করেছেন ৩৩ গোল, গোলে সহায়তা ১০ বার। এসময় তার চেয়ে বেশি গোল করেছেন কেবল বায়ার্ন মিউনিখ স্ট্রাইকার রবের্ত লেভানদোভস্কি, ৪২টি। এমবাপের চেয়ে গোল ও অ্যাসিস্ট মিলিয়ে এগিয়ে কেবল লেভানদোভস্কি (৫০) ও টটেনহ্যাম হটস্পার ফরোয়ার্ড হ্যারি কেইন (৪৫) ।ফিরতি লেগের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে এমবাপেকে নিয়ে মুগ্ধতার কথা জানান ফ্লিক।''সে (এমবাপে) একদিন ব্যালন ডি'অর জিতবে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তার ভেতর সবকিছু আছে। সে ক্ষিপ্রগতির, ভালো কৌশল জানে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো-সে প্রচুর গোল করে।''গতবারের দুই ফাইনালিস্টদের ম্যাচটি শুরু হবে মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় রাত একটায়।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রামোস

স্পেন ও রিয়াল মাদ্রিদ অধিনায়ক সের্হিও রামোসের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে ।এক বিবৃতিতে মঙ্গলবার অভিজ্ঞ এই ফুটবলারের কোভিড-১৯ পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসার কথা জানায় রিয়াল ।বাঁ পায়ের পেশির চোটে আগে থেকেই দলের বাইরে ৩৫ বছর বয়সী এই সেন্টার-ব্যাক। স্পেন জাতীয় দলের সঙ্গে থাকার সময় পেশির চোটে মাস খানেকের জন্য মাঠের বাইরে চলে যান তিনি। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি খেলায় ফিরবেন বলে আশা করা হচ্ছিল। করোনাভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় সেটি পিছিয়ে যাবে কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। এখন তিনি আইসোলেশনে আছেন ।রামোসকে শেষ দেখা গেছে গত শনিবার। আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে দেখেন ক্লাসিকোয় দলের জয়। ম্যাচ শেষে টানেলেও গিয়েছিলেন তিনি। রেফারি হেসুস জিল মানসানোকে ঘিরে ক্ষোভ জানাতে থাকা বার্সেলোনা খেলোয়াড়দের একটু পেছনেই ছিলেন তিনি ।সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের দলটির রক্ষণে রামোসের সঙ্গী রাফায়েল ভারানেও করোনাভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মাঠের বাইরে আছেন। এর আগে এদেন আজার, মারিয়ানো দিয়াস, এদের মিলিতাও, কাসেমিরো, লুকা ইয়োভিচ, নাচো ফের্নান্দেসো ও কোচ জিনেদিন জিদানও আক্রান্ত হয়েছিলেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ আটের ফিরতি লেগে বুধবার লিভারপুলের মাঠে খেলবে রিয়াল। প্রথম লেগে ৩-১ গোলে জিতে এগিয়ে রয়েছে টুর্নামেন্টের রেকর্ড ১৩ বারের চ্যাম্পিয়নরা।

পেরেসই থাকছেন রিয়াল সভাপতি

রিয়াল মাদ্রিদের সভাপতি পদে চার বছরের মেয়াদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন ফ্লোরেন্তিনো পেরেস। ২০২৫ সাল পর্যন্ত স্প্যানিশ ক্লাবটির প্রধানের দায়িত্বে থাকবেন তিনি ।তার বিপক্ষে কোনো প্রার্থী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্লাবের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হলেন পেরেস। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে লা লিগা চ্যাম্পিয়নরা ।টানা পঞ্চম ও সব মিলিয়ে ষষ্ঠবারের মতো রিয়ালের সভাপতি হলেন ৭৪ বছর বয়সী পেরেস। ২০০০ সালে প্রথমবার স্পেনের সফলতম ক্লাবটির সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন এই ব্যবসায়ী। এরপর ২০০৯ সালে আবারও রিয়ালের প্রধান পদে নির্বাচিত হন পেরেস। তারপর থেকে টানা ১২ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি ।২০০০ সাল থেকে পেরেসের সভাপতি থাকা সময়ে মোট ৪৭টি শিরোপা জিতেছে রিয়াল। এর মধ্যে ফুটবলে ২৬টি; ৫টি করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ক্লাব বিশ্বকাপ, লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ এবং ৪টি ইউরোপিয়ান সুপার কাপ ও দুটি কোপা দেল রে। এই সময়ে ক্লাবটির বাস্কেটবল দল জিতেছে ২১টি শিরোপা ।২০১৭-১৮ মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ের পর প্রতিযোগিতাটিতে পরের দুই মৌসুম ভালো কাটেনি রেকর্ড ১৩ বারের চ্যাম্পিয়নদের। দুবারই তারা বিদায় নেয় শেষ ষোলো থেকে। তবে চলতি মৌসুমে কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে লিভারপুলকে ৩-১ গোলে হারিয়ে শেষ চারের পথে এগিয়ে আছে জিনেদিন জিদানের দল। আর লা লিগা শিরোপা ধরে রাখার পথে পয়েন্ট তালিকায় দুই নম্বরে আছে তারা।

কে জিতবে লা লিগা ?

লা লিগা মানেই যেন দুই ঘোড়ার দৌড়, অন্তত গত দুই দশকের শিরোপা লড়াইয়ে বারবার সেটাই ফুটে উঠেছে। তবে এবারের গল্প ভিন্ন। মৌসুমের প্রথমভাগে উড়তে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদের ছন্দপতন, বিপরীতে শুরুর ব্যর্থতা কাটিয়ে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের ঘুরে দাঁড়ানোয় জমে উঠেছে লড়াই। দুই থেকে এবারের লা লিগা হয়ে উঠেছে তিন ঘোড়ার দৌড় ।ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে সবচেয়ে জমজমাট লড়াই হয়ে উঠেছে স্পেনের শীর্ষ প্রতিযোগিতাটি। বাকি আছে আট রাউন্ড। এ অবস্থায় ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আতলেতিকো। ১ পয়েন্ট পিছিয়ে দুইয়ে রিয়াল এবং তাদের চেয়ে ১ পয়েন্ট কম নিয়ে তিন নম্বরে বার্সেলোনা ।লা লিগার গত ১৬ মৌসুমের ১৫ বারই শিরোপা গেছে রিয়াল বা বার্সেলোনার ঘরে। তাদের আধিপত্য ভেঙে শুধু ২০১৩-১৪ আসরে জিতেছিল আতলেতিকো।

মোমেন্টাম কার দিকে?

শিরোপা ভাগ্য নিজেদের হাতে না থাকলেও মৌসুমের দ্বিতীয় ক্লাসিকোয় জিতে নিশ্চিতভাবে মানসিকভাগে আরও এগিয়ে গেছে রিয়াল। গত শনিবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ২-১ গোলে হারায় তারা ।গত মৌসুমে করোনাভাইরাস বিরতি শেষে পুনরায় লিগ শুরুর পর দুর্দান্ত ছন্দে বাকি সব ম্যাচ অপরাজিত থেকে শিরোপা ঘরে তুলেছিল রিয়াল। সাম্প্রতিক সময়ে যেন ঠিক সেই ফর্ম খুঁজে পেয়েছে জিনেদিন জিদানের দল। লিগে শেষ চার ম্যাচসহ সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ছয় ম্যাচ জিতেছে তারা। শুধু লিগে তারা অপরাজিত আছে টানা ১০ ম্যাচে ।করিম বেনজেমা আছেন দারুণ ফর্মে। মাঝে চোটে পড়ার আগে-পরে মিলিয়ে টানা সাত ম্যাচে জালের দেখা পেয়েছেন ফরাসি এই ফরোয়ার্ড, এই সময়ে তার গোল ৯টি। আর মাঝমাঠের দুই অভিজ্ঞ লুকা মদ্রিচ ও টনি ক্রুস এবং ডিভেন্সিভ মিডফিল্ডার কাসেমিরো দারুণ নৈপুণ্যে মাঝমাঠের ফুটবল নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন ।শিরোপা লড়াইয়ের প্রতিপক্ষ দুই দলের চেয়ে মুখোমুখি দেখায় এগিয়ে রিয়াল। বার্সেলোনার বিপক্ষে জিতেছে দুই লেগেই। আর আতলেতিকোর বিপক্ষে প্রথম দেখায় জয়ের পর তাদের মাঠে ড্র করেছে জিদানের দল ।লিগে ছন্দ ফিরে পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ ।লিগে ছন্দ ফিরে পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ ।তাহলে কি রিয়াল এগিয়ে ?ঠিক তা নয়। রক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ দুই সেনা রাফায়েল ভারানে ও সের্হিও রামোস, রেকর্ড দামে কেনা ফরোয়ার্ড এদের আজার আগে থেকেই চোটে ভুগছেন। সবশেষ বার্সেলোনার বিপক্ষে ম্যাচে চোট পেয়ে মৌসুমের বাকি সময়ের জন্য ছিটকে গেছেন রক্ষণ ও আক্রমণে খেলতে পারদর্শী লুকাস ভাসকেস ।পুরো মৌসুমেই চোটে ভুগতে হয়েছে দলটিকে। তাইতো, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে জয়ের পর জিদানকে বলতে শোনা যায়, শারীরিক সক্ষমতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে তার দল ।চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও টিকে আছে রিয়াল; লিভারপুলের বিপক্ষে ঘরের মাঠে জিতে সেমি-ফাইনালের পথে আছে তারা। অন্যদিকে, বার্সেলোনা ও আতলেতিকো তাদের পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারছে শুধু লা লিগায় ।লিগের শেষভাগে এসে ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে আতলেতিকো মাদ্রিদ ।লিগের শেষভাগে এসে ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে আতলেতিকো মাদ্রিদ ।আতলেতিকোর কি হয়েছে ?আসরের প্রথম অর্ধ শেষের চিত্রে আতলেতিকোর নিশ্চিত শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। প্রথম ১৯ ম্যাচের ১৬টি জিতে ১০ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে ছিল তারা। নগর প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে একটি ম্যাচও কম খেলেছিল সিমেওনের দল ।এর পরই পথ হারায় তারা। পেছনের কারণ হিসেবে বলা যায়, করোনাভাইরাসের ধাক্কা। একের পর এক খেলোয়াড় কোভিড-১৯ পজিটিভ হয়ে দলের বাইরে চলে যান। ভঙ্গুর দল নিয়ে পরের ১১ রাউন্ডে মাত্র চারটি ম্যাচ জিততে পেরেছে আতলেতিকো, সবশেষ রিয়াল বেতিসের মাঠে করে ১-১ ড্র ।খেলোয়াড় হারানোয় বড় আঘাত লেগেছে আক্রমণভাগে, লিগের শেষ চার ম্যাচে তারা গোল পেয়েছে মাত্র দুটি ।আঘাত হেনেছে চোটও।

তিন সপ্তাহের জন্য বাইরে আছেন দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা লুইস সুয়ারেস। চোটে ভুগছেন জোয়াও ফেলিক্স, তুমা লিমাঁ ও মুসা দেম্বেলে ।শুরুর ছন্দহীনতা কাটিয়ে লা লিগার শিরোপা দৌড়ে আছে বার্সেলোনাও ।শুরুর ছন্দহীনতা কাটিয়ে লা লিগার শিরোপা দৌড়ে আছে বার্সেলোনাও ।বার্সেলোনার অবস্থানএকের পর এক হার ও ড্রয়ে বার্সেলোনার শুরুটা ছিল ভীষণ বাজে। প্রথম ১০ রাউন্ডে চারটিতে হেরেছিল তারা, ড্র দুটি। ডিসেম্বরে দলটির কোচ রোনাল্ড কুমান তো লিগ শিরোপার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন ।সেখান থেকে তাদের ঘুরে দাঁড়ানোটা অসাধারণের চেয়েও যেন বেশি কিছু। সবশেষ রাউন্ডে রিয়ালের বিপক্ষে হারের আগে লিগে টানা ১৯ ম্যাচ অপরাজিত ছিল তারা; ১৬ জয় ও তিন ড্র ।ক্লাসিকোয় হার মানসিকভাবে তাদের জন্য হতে পারে বড় একটা ধাক্কা, তবে শিরোপা লড়াইয়ে তাদের সম্ভাবনার শেষ দেখছে না কেউই। প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছাড়িয়ে যাওয়ার সামর্থ্য তাদের আছে। সেই সঙ্গে তাদের শিবিরে আছে শিরোপাশূন্য গত মৌসুমের হতাশা দূর করতে বদ্ধপরিকর লিওনেল মেসি।

শেষ কবে হয়েছে এমন লড়াই?

সবশেষ ২০১৫-১৬ মৌসুমের শিরোপা লড়াইয়ে ছিল এই তিন দল। সেবার ৩৭তম রাউন্ডের আগ পর্যন্ত তাদের মাঝে পয়েন্টের ব্যবধান ছিল মাত্র ১। তবে শেষের আগের সপ্তাহে শিরোপা সম্ভাবনা শেষ হয়ে গিয়েছিল আতলেতিকোর। আর শেষ রাউন্ডে রিয়ালকে পেছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বার্সেলোনা ।২০১৩-১৪ আসর ছিল আরও রোমাঞ্চকর। শেষ রাউন্ডের আগে ছিটকে যায় রিয়াল। আর শেষ দিনে বার্সেলোনার মাঠে ১-১ ড্র করে ১৮ বছরের মধ্যে নিজেদের প্রথম লিগ শিরোপা জেতে আতলেতিকো মাদ্রিদ।

PNIT No: 01/WEE/PMGSY/DIV-VAGT/2021-22

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, PMGSY Division-I, Agartala, West Tripura invites tender from eligible bidders/ owners of vehicle upto 3.00pm on 11/05/ 2021 for hiring of 1(one) no. of vehicle (M&M Scorpio) bearing commercial Registration for office use. For details please visit o/o the Executive Engineer, PMGSY Division-I, Visvesvaraya Complex, Agartala, West Tripura. Any subsequent corrigendum will be available in the office notice board.

Executive Engineer
PMGSY Division-I,
Agartala. West Tripura.

ICA-C-81/2021-22

NOTIFICATION

This is for information to all concerned and ST Students who has applied for Pre-Matric and **Post-** Matric Scholarship during the academic year 2020-2 1 through the National **Scholarship Portal (scliolarships.gov.in)** and the Students whose application has been marked as defective at different Level **(Institute/District & State Level)** may re-submit the corrected application and the Nodal Officer of different verification level may verify applications within the indicated time as given below:

●	**Defective application re-sub-mission (Fresh & Renewal)**	:	**Upto 25th April, 2021**
●	**Institution Level Verification (Fresh & Renewal)**	:	**Up to 25th April, 2021. Verification of online application should be completed within this period.**
●	**District Level Verification (Fresh & Renewal)**	:	**Up to 26th April, 2021, DWO should complete online verification of all applications.**

2. Only defective application can be resubmitted by the students. No fresh application is applicable.
3. This Notification should be brought to the notice of the students In all the respective Head of the Institutions.

Sd/- (L. T. Darlong)
Director, TW
Govt. of Tripura

ICA-D-052/2021-22

যোগেন্দ্রনগর সিপিএম পার্টি অফিসে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে মঙ্গলবার আগরতলায় মিছিল। ছবি নিজস্ব।

দেশে করোনার আগ্রাসন অব্যাহত সতর্ক বিভিন্ন রাজ্যে,প্রতিষেধকের ঘাটতি মেটাতে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতে করোনার আগ্রাসন অব্যাহত! গত রবিবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন ১.৬৮-লক্ষের বেশি মানুষ। সোমবার সারাদিনে কিছুটা কমে, ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১.৬১-লক্ষাধিক দেশবাসী। সোমবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ১,৬১,৭৩৬ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৮৭৯ জনের প্রাণ। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১২.৬৪-লক্ষের (৯.২৪ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই সেরে ওঠাও স্বস্তি দিচ্ছে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯৭,১৬৮ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,২২,৫৩,৬৯৭ জন করোনা-রোগী (৮৯.৫১ শতাংশ)।

ভারতে ২৬-কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১২ এপ্রিল সারা দিনে ১৪,০০,১২২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৫,৯২,০৭,১০৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। ১৪,০০,১২২ জনের করোনা-পরীক্ষার মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১,৬১,৭৩৬ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ১,৬১,৭৩৬ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,৩৬,৮৯,৪৫৩-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৮৭৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৭১,০৫৮ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৯৮ জন (৯.২৪ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে একধাক্কায় বেড়েছে ৬৩,৬৮৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১০ কোটি ৮৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ০৮৫ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৪০,০৪,৫২১ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

দেশে সংক্রমণের সূচক গত দু'মাস ধরেই ঊর্ধ্বমুখী। করোনা-যুদ্ধের অন্যতম হাতিয়ার, প্রতিষেধকেই দেখা দিয়েছে ঘাটতি। প্রতিষেধক চেয়ে কেন্দ্রের কাছে রোজ আবেদন করছে একের পর এক রাজ্য। গোড়ার দিকে দেশে প্রতিষেধকের চাহিদা কম থাকায় 'ভ্যাকসিন মৈত্রী'-র লক্ষ্যে প্রায় ৬ কোটি ডোজ প্রতিষেধক বিভিন্ন দেশকে দিয়েছে ভারত। বাইরের দেশে ভারতের এই উদ্যোগ প্রশংসিত হলেও এখন তা কার্যত বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে মোদী সরকারের কাছেই।

দেশে প্রতিষেধকের ঘাটতি মেটাতে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। এদেশে এখনও ব্যবহার হয়নি এমন বিদেশি সমস্ত প্রতিষেধক প্রয়োগের জন্য ছাড়পত্র দিতে চলেছে কেন্দ্র। যার ফলে প্রতিষেধকের ঘাটতি মেটানো যাবে বলেই মনে করছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যকর্তারা।এ দেশে প্রয়োগের জন্য ইতিমধ্যেই রাশিয়ার স্পুটনিক ভি-কে ছাড়পত্র দিয়েছে ড্রাগস কন্টোলার জেনারেল অব ইন্ডিয়া। পাশাপাশি চলতি বছরেই জনসন অ্যান্ড জনসন, জাইডাস ক্যাডিলা, সিরাম ন্যাভোভ্যাক্স এবং ভারত বায়োটেকের ন্যাসাল ভ্যাকসিন-সহ মোট ৫টি প্রতিষেধকও দ্রুত ছাড়পত্র পেতে চলেছে। এর বাইরে যে সমস্ত বিদেশি প্রতিষেধক অন্যান্য দেশে প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেগুলিকেও ছাড়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

গত ক'দিন ধরেই বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিষেধক চেয়ে একের পর এক আবেদন আসছে কেন্দ্রের কাছে। মহারাষ্ট্র, দিল্লি, পঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, ওড়িশা এবং রাজস্থানও কেন্দ্রের কাছে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছে। বহু টিকা কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ারও খবর আসতে শুরু করেছে। কোভিডের দ্বিতীয় তরঙ্গ চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে সরকার থেকে চিকিৎসকমহলেও। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন, এই দ্বিতীয় তরঙ্গ আগের তুলনায় খুব কম সময়ে বেশি মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াতে সক্ষম। আর এই কারণে বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যে কার্ফু এবং লকডাউন ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকারগুলি। স্কুল পরিষেবা বন্ধ করার পাশাপাশি সমস্ত পরীক্ষাও বাতিল করা হয়েছে। এর পরেও প্রতিটা দিন সংক্রণের পরিমাণ তালিকা ছাড়িয়ে বাড়ছে।

করোনা মোকাবিলায় এবার কড়া হতে চলেছে এ রাজ্যও। কীভাবে করোনাকে বাগে আনা যায় তা নিয়ে এদিন বিকেলে জরুরি বৈঠক বসতে চলেছে নবান্নে। সূত্রের খবর, করোনা মোকাবিলায় কী করণীয় তা নিয়ে আলোচনায় এদিন হাজির থাকবেন রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন নানা ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরাও। লকডাউন বা নাউট কার্ফু জারি করা হলে অর্থনীতির ওপর তার কেমন প্রভাব পড়বে তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে এদিনের বৈঠকে।

উল্লেখ্য, আগের দিনই জেলাশাসকদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদী সরকারের সাত বছরের অর্থনীতি হতাশাজনক ঃ চিদাম্বরম

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে এনডিএ সরকারের সাত বছরের মেয়াদকে দেশের অর্থনীতির জন্য হতাশাজনক বলে অভিহিত করেছেন। অর্থনৈতিক ইস্যুতে সরকারকে আক্রমণ করে চিদাম্বরম বলেন যে, মোদী সরকারের সাত বছর মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি, শিল্প উতাদন হ্রাস এবং টাকার পতন ও শেয়ারবাজারের পতনের জন্য পরিচিত হবে।

মঙ্গলবার কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা পি চিদাম্বরম এক মাস আগে সাত বছর পূর্ণ হওয়া বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা নিয়ে। তিনি বলেছিলেন যে গত সাত বছরে দেশটি কেবল মুদ্রাস্ফীতি, শিল্প উতাদনে হ্রাস, টাকার পতন এবং শেয়ারবাজারে পতন লক্ষ্য করেছে। শুধু এটিই নয়, এর মধ্যে রয়েছে ক্রমবর্ধমান কর বৃদ্ধি, বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং দরিদ্রতা এবং আরও বেশি সংখ্যক লোক দেনার দায়ে ডুবে আছে। এবং এ সমস্তই নগদকরণের সিদ্ধান্তের পরে শুরু হয়েছিল। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছিলেন যে ২০১৬ সালের নভেম্বরের আগে পরিস্থিতি সন্তোষজনক ছিল, তবে ৮ নভেম্বর রাতে নোট বাতিলের ঘোষণা পরিণাম পাঁচ বছর পরে দেশ ভারী অব্যবস্থাপনায় রয়েছে। তিনি বলেন যে নোটবাতিলের পর থেকে প্রতিটি পদক্ষেপই ভুল হয়েছে। তা সত্ত্বেও, সরকার তার নীতি ও সিদ্ধান্ত আশাহীনভাবে ভুল তা মানতে রাজি নয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিন্দা করে, চিদাম্বরম বলেন যে তিনি সমালোচনা সহ্য করতে পারবেন না বা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের ভাল পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন না। তবে দেশের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিদেরও দেশবাসীর শোনার দায়িত্ব রয়েছে। তবে এই সরকারে শোনার অভ্যাস নেই।

এই টুইটের সঙ্গে কংগ্রেস নেতা তামিল কবি তিরুবরল্লুভার রচিত তামিল ভাষার ধর্মতত্ত্ব ধর্মগ্রন্থ ''কুরাল'' এর একটি লাইনও যোগ করেন।

এনডিএ থেকে বেরিয়ে গেল গোয়া ফরোয়ার্ড পার্টি

পানাজি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : এনডিএ জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল গোয়া ফরোয়ার্ড পার্টি(জিএফপি)। মঙ্গলবার গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টি বিভিন্ন ইস্যুতে মতপার্থক্যের কারণে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স'' (এনডিএ) জোট থেকে বেরিয়ে গেল। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা এনডিএ চেয়ারম্যান অমিত শাহকে এক চিঠিতে গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টির সভাপতি বিজয় সরদেশাই জোট থেকে নিজেদের দলের নাম প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতাদের স্বাক্ষরিত চিঠি পাঠান।

পিনারাই বিজয়ন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী

তিরুবনন্তপুরম, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : কেরলের পিনারাই বিজয়ন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী কে টি জলিল। মঙ্গলবার তিনি পদত্যাগপত্র মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে পেশ করেন এবং এটি রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের সূত্রে জানানো হয়েছে। রাজ্য লোকায়ুক্তে এক মামলায় তিনি কোনও আত্মীয়ের জন্য সরকারি পদে চাকরি দেওয়ার জন্য নিজের পদের অপব্যবহার করেন বলে আদালত জানিয়েছিল। লোকায়ুক্তের আদেশে স্থগিতাদেশ চেয়ে কেরল হাইকোর্টে আবেদন করার একদিন পরই তিনি এই পদত্যাগ করলেন।

গুলবাগ সোসাইটি দাঙ্গা মামলার শুনানি পিছিয়ে গেল দুসপ্তাহের জন্য

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : গুলবাগ সোসাইটি দাঙ্গা মামলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ক্লিনচিট দেওয়ার বিরুদ্ধে জাকিয়া জাফরির দায়ের করা পিটিশনের শুনানি ফের পিছিয়ে গেল। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানির দিন ধার্য থাকলেও আদালত দুই সপ্তাহের জন্য এই মামলার শুনানি পিছিয়ে দিল। ২০১৮ সালে এই পিটিশন দাখিল করা হয়। গত তিন বছরে এই মামলার শুনানির জন্য লিস্ট হলেও জাকিয়া জাফরির আইনজীবী কপিল সিব্বলের অনুরোধে এই মামলা পিছিয়ে দেওয়া হয়। গত ১৬ মার্চও এই মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই মামলার বিপক্ষের আইনজীবী কপিল সিব্বল আদালতের কাছে সশরীরে শুনানি করার আবেদন জানিয়ে মামলা পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানান। প্রসঙ্গত কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ তথা এই দাঙ্গায় নিহত এহেসান জাফরির স্ত্রী জাকিয়া জাফরি। গুজরাট দাঙ্গায় প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে মামলার তদন্তের জন্য গঠিত স্পেশাল ইনভেস্টিকেটিং টিম(এসআইটি) তাদের ক্লিনচিট দেয় এবং এই ক্লিনচিটের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন জাকিয়া জাফরি। গুজরাটের গুলবাগ সোসাইটি দাঙ্গায় ২০০২ সালে কংগ্রেসের তৎকালীন সাংসদ এহসান জাফরি সহ ৬৯ জনের মৃত্যু হয়।

জাকিয়া জাফরির অভিযোগ করেছিলেন এই দাঙ্গার নেপথ্যে একটি বড় ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছিল। আর এই মামলার শুনানি চলাকালীন ট্রায়াল কোর্ট ২০১৩ সালে নরেন্দ্র মোদী সহ ৫৬ জনকে ক্লিনচিট দেয়। আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে গুজরাট হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন জাকিয়া জাফরি। গুজরাট হাইকোর্টও জাকিয়া জাফরির এই আবেদন খারিজ করে দেয়। গুজরাট হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন জাকিয়া জাফরি।

মুম্বইয়ে অক্সিজেনের অভাবে ৭ করোনা আক্রান্তের মৃত্যু অভিযোগ অস্বীকার হাসপাতালের

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : অক্সিজেনের অভাবে ৭ করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হল মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ে। রাজ্যের ভাসাই এলাকায় নালাসোপারার একটি হাসপাতালে এই ঘটনা ঘটেছে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন, অক্সিজেনের জোগানে কোনও ঘাটতি নেই। অন্য জটিল রোগ থাকার কারণেই আক্রান্তদের মৃত্যু হয়েছে, অক্সিজেনের অভাবে নয়। কিন্তু রোগীর আত্মীয়দের দাবি, করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা চলাকালীনই হঠাৎ অক্সিজেন পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। মহারাষ্ট্রে লাফিয়ে লাফিয়ে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রবল চাপ তৈরি হয়েছে চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর।

এই ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরেও। রোগীর আত্মীয়রা সব দায় চাপিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে। হাসপাতালের এক চিকিৎসক অবশ্য দাবি করেছেন, করোনা আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি মৃতদের একাধিক জটিল রোগ ছিল, সেই কারণেই মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় বিধায়ক ক্ষিতীশ ঠাকুর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "ভাসাই তালুকে অক্সিজেনের আকাল দেখা যাচ্ছে। এই তহসিল এলাকায় যাতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ শুরু করা হয়, সে দিকে খেয়াল করুক সরকার।"বিজেপি-র বিধায়ক ও মহারাষ্ট্র বিধানসভার বিরোধী দলনেতা প্রবীণ দারেকর গোটা ঘটনার জন্য উদ্ধব ঠাকরে সরকারকে দোষ দিয়েছেন। পাশাপাশি বিজেপির তরফ থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ তোপের পদত্যাগও দাবি করা হয়েছে।

সুনীলের স্থানে সুশীল, দায়িত্ব নিলেন ২৪ তম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): দেশের নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন সুশীল চন্দ্র। সুশীল চন্দ্রই দেশের ২৪ তম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার।

সুনীল অরোরার অবসরের পর দেশের নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হন সুশীল চন্দ্র, মঙ্গলবারই সুনীলের স্থানে বসলেন সুশীল চন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গ-সহ ৪ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে নির্বাচন ঘোষণা করলেও, ফলপ্রকাশের আগেই অবসর নিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা।

আইআইটি স্নাতক সুশীল চন্দ্র ১৯৮০ সালের ক্যাডার, ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিসের অফিসার। মহারাষ্ট্রের পর গুজরাটে ডিজি (তদন্ত)-র দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এছাড়াও নির্বাচন কমিশনে যোগ দেওয়ার প্রাক্কালে, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডিরেক্ট ট্যাক্সেস-এর চেয়ারপার্সন ছিলেন সুশীল চন্দ্র।

তবে চন্দ্র ২০২২ সালের ১৪ মে অবসর নেবেন। তার আগে পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, গোয়া, উত্তরাখণ্ড ও মণিপুরে ভোটগ্রহণ হবে। রুরকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজের বিটেক করেন চন্দ্র এবং দেহরাদুন থেকে আইনে স্নাতক হন। ১৯৮০ সালে ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিসে যোগ দেন তিনি।

মুম্বইয়ে লকডাউনের আতঙ্কে ফিরছেন পরিযায়ীরা, ভিড় সামাল দিতে ১০৬টি স্পেশাল ট্রেন চালাবে রেল

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : দেশজুড়ে করোনা ভাইরাসে সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ের জেরে দেশের বিভিন্ন লকডাউনের চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছে। সবচেয়ে সংক্রমণের সংখ্যা বেড়েছে মহারাষ্ট্রে। আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮ টায় বৈঠক করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে।তাহলে কি ফের লকডাউন? ফের বন্ধ হবে ট্রেন পরিষেবা? দ্বিতীয় ঢেউয়ে করোনার বাড়বাড়ন্তে কার্যত এই প্রশ্নগুলিই ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মহানগর ছাড়ছেন পরিযায়ী শ্রমিকরাও। এই অবস্থায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক যাতে না বাড়ে তার জন্য ১০৬টি স্পেশাল ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করল মধ্য রেলওয়ে। মহারাষ্ট্রের মুম্বই, পুণে ও সোলাপুর থেকে উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে এই স্পেশাল ট্রেনগুলি চালানো হবে। পরবর্তীকালে ট্রেনের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

পূর্ব মধ্য রেলের তরফেও চালানো হচ্ছে স্পেশাল ট্রেন। বিহারের পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরাতে আগে থেকেই এই বিশেষ ব্যবস্থা করছে রেল। মহারাষ্ট্রে পাকাপাকিভাবে লকডাউন পরিস্থিতি হলে অতিরিক্ত ট্রেন চালানো হবে বলেও জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ের লোকমান্য তিলক টার্মিনাসে পরিয়ায়ীদের ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। লকডাউনের আশঙ্কায় আগে থেকেই বাড়ি ফিরতে চাইছেন তাঁরা।

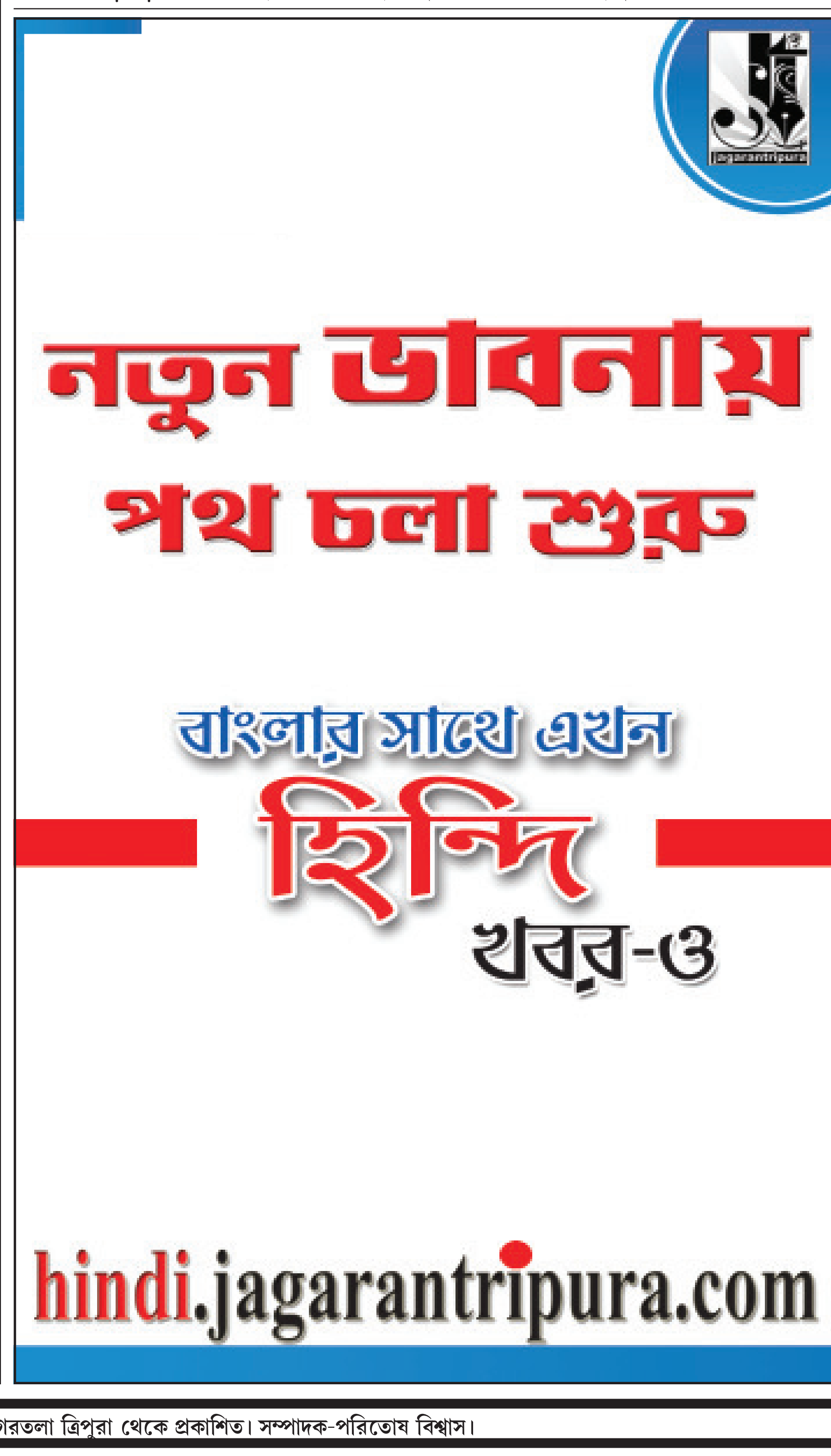

বাতিল করা হোক সিবিএসই পরীক্ষা অনুরোধ কেন্দ্রের কাছে ঃ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): সিবিএসই পরীক্ষা বাতিলের পক্ষে সওয়াল করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়ালের কথায়, 'ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন ও স্বাস্থ্য আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ করছি সিবিএসই পরীক্ষা বাতিল করা হোক।' মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'দিল্লিতে ৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী সিবিএসই পরীক্ষায় বসতে চলেছে। পরীক্ষায় অংশ নেবেন প্রায় ১ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা। এমন হলে করোনা আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে।' কেজরিওয়াল আরও জানিয়েছেন, 'কিছু বিকল্প পদ্ধতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যেতেই পারে। অনলাইন মেথড অথবা অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের এবার প্রমোট করা উচিত। কিন্তু, সিবিএসই পরীক্ষা বাতিল করা উচিত।'

দিল্লিতে করোনার বাড়বাড়ন্ত প্রসঙ্গে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'এই ঢেউ অত্যন্ত ভয়ানক। বিগত ১০-১৫ দিনের তথ্য অনুযায়ী, ৬৫ শতাংশ রোগীর বয়স ৪৫ বছরের নীচে। মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাই যুবসমাজের কাছে আমার অনুরোধ ভীষণ প্রয়োজন হলেই বাড়ি থেকে বেরোন এবং কোভিড প্রোটোকল মেনে চলুন।' কেজরিওয়াল আরও জানিয়েছেন, ''করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্তহয়েছেন ১৩,৫০০ জন। নভেম্বরে পিকসময়ে ৮৫০০ জন আক্রান্তহয়েছিল, সেই সময়ের তুলনায় এখনই আক্রান্তের সংখ্যা ১৩,৫০০-তে পৌঁছেছে।'

কেরলের রাজ্যসভার তিন আসনে ৩০ এপ্রিল নির্বাচন

তিরুবনন্তপুরম, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ৩০ এপ্রিল কেরলের তিনটি রাজ্যসভা আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিন নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যসভার ওই তিন আসনের সাংসদ ভায়লার রবি (কংগ্রেস), কে কে রাগেশ (সিপিআইএম) এবং আব্দুল ওহাব (আইইউএমএল) আগামী ২১ এপ্রিল তাঁদের মেয়াদ পূর্ণ হচ্ছে। ফলে ওই তিনটি আসন শূন্য হয়ে যাওয়ায় আগামী ৩০ এপ্রিল ওই তিন আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন এ ব্যাপারে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে যে আগামী ২০ এপ্রিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন এবং ২৩ এপ্রিল নাম প্রত্যাহারের শেষ দিন। আগামী ২১ এপ্রিল মনোনয়নগুলো স্কুটিনি হবে এবং ৩০ এপ্রিল সকাল ৯ টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে। ওই দিন বিকেল পাঁচটায় গণনা হবে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, করোনা সংক্রমনের আবহের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার কারণে কোভিদ-১৯-এর সমস্ত নিয়ম পালন করা প্রয়োজন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।